

# আখ্যানমঞ্জৰী

দ্বিতীয় ভাগ

ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

# সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
<u>দয়া ও দানশীলতা</u>	<u>১</u>
<u>যথার্থ পরোপকারিতা</u>	<u>৩</u>
<u>মাতৃভক্তির পুরস্কার</u>	<u>৫</u>
<u>দয়ালতা ও পরোপকারিতা</u>	<u>৯</u>
<u>অদ্ভুত আখিখেয়তা</u>	<u>১৩</u>
<u>দয়া ও সন্ধিবেচনা</u>	<u>১৭</u>
<u>সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল</u>	<u>১৮</u>
<u>দয়া ও সন্ধিবেচনা</u>	<u>২১</u>
<u>দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা</u>	<u>২৪</u>
<u>অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা</u>	<u>২৮</u>
<u>যথার্থবাদিতা ও অকতোভয়তা</u>	<u>৩২</u>
<u>অদ্ভুত অমায়িকতা</u>	<u>৩৫</u>
<u>কৃতঘ্নতা</u>	<u>৩৭</u>
<u>কৃতজ্ঞতা ও অকতোভয়তা</u>	<u>৪০</u>
<u>উপকার স্মরণ</u>	<u>৪১</u>
<u>প্রত্যপকার</u>	<u>৪৬</u>
<u>প্রত্যপকার</u>	<u>৪৮</u>
<u>কৃতজ্ঞতার পুরস্কার</u>	<u>৫৫</u>
<u>যথার্থ কৃতজ্ঞতা</u>	<u>৫৯</u>
<u>নিঃস্পৃহতা</u>	<u>৬১</u>
<u>ধর্মশীলতার পুরস্কার</u>	<u>৬৬</u>
<u>অদ্ভুত ন্যায়পরতা</u>	<u>৬৭</u>
<u>প্রকৃত ন্যায়পরতা</u>	<u>৭০</u>
<u>ন্যায়পরতার পুরস্কার</u>	<u>৭৩</u>
<u>ন্যায়পরতা ও ধর্মশীলতা</u>	<u>৭৬</u>
<u>শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল</u>	<u>৭৮</u>
<u>ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস</u>	<u>৮১</u>
<u>সংসারে নম্র হইয়া চলা উচিত</u>	<u>৮৩</u>
<u>সৌজন্য ও সন্ধিবেচনা</u>	<u>৮৬</u>
<u>দোষস্বীকারের ফল</u>	<u>৮৮</u>
<u>নিঃস্পৃহতা ও উন্নতচিত্ততা</u>	<u>৯১</u>
<u>নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতা</u>	<u>৯৪</u>
<u>যথার্থ বিচার</u>	<u>৯৭</u>
<u>যেমন কর্ম তেমনই ফল</u>	<u>৯৯</u>
<u>পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য</u>	<u>১০২</u>

# আখ্যানমঞ্জরী

দ্বিতীয় ভাগ।

## দয়া ও দানশীলতা

আয়র্লণ্ডদেশীয় ডাক্তার অলিবর্ গোন্ডস্মিথ অতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত, এবং সেই দুঃখের নিবারণে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। দুঃখী লোকে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদের প্রার্থনাপরিপূরণে কদাচ বিমুখ হইতেন না। কাব্য প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচনা দ্বারা তিনি যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, দয়া ও দানশীলতা দ্বারাও তদনুরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

একদা এক স্ত্রীলোক পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, আমার স্বামী অতিশয় অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন; আপনি অনুগ্রহ পূর্বক, তাঁহাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলে, আমরা যার পর নাই উপকৃত হই। এই পত্র পাইয়া, দয়ালু গোন্ডস্মিথ, অবিলম্বে তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, অনাহার তাঁহার পীড়ার একমাত্র কারণ, অথের অভাবে পর্যাপ্ত আহার না পাইয়া, দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন, রীতিমত আহার পাইলেই, স্বস্তি, সুস্থ ও সবল হইতে পারেন, ঔষধসেবন নিঃপ্রয়োজন।

এই স্থির করিয়া, তিনি সেই রোগী ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রোগের কারণ নির্ণয় করিয়াছি, বাটীতে গিয়া, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্বীয় আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তিনি একটি পিলের<sup>[১]</sup> বাক্স বাহির করিয়া, দশটি গিনি<sup>[২]</sup> লইয়া তাহার ভিতরে রাখিলেন, এবং তাহার উপর লিখিয়া দিলেন, আবশ্যিকমত বিবেচনা পূর্বক, এই ঔষধের সেবন করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই, সম্পূর্ণ সুস্থ

হইতে পারিবেন। অনন্তর তিনি, স্বীয় ভৃত্য দ্বারা, এই অপূৰ্ব ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন।

রোগী ও তাঁহার সহধর্মিণী, ঔষধের বাক্স খুলিয়া, তন্মধ্যে অদ্ভুত ঔষধ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, ক্রিয়াক্ষণ, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গোল্ডস্মিথের দয়ালুতা ও দানশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

- 
১. ↑ পিল্—গুলি ঔষধ, ঔষধের বড়ি।
  ২. ↑ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য ১৫ ।

## যথার্থ পরোপকারিতা

ফ্রান্সের অন্তর্বর্তী মাৰ্ভসীল্‌স্‌ প্রদেশে, গয়ট্‌ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। অত্যন্তকট্‌ পরিশ্রম করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না, অতি সামান্যরূপে আহাৰ করিয়া, ও অতি সামান্যরূপে পরিচ্ছদ পরিয়া, কালযাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, প্রতিবেশীরা তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, গয়ট্‌ অতি নরাধম, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেছে, কিন্তু এমনই কৃপণস্বভাব যে, ভাল খায় না ও ভাল পরে না। না খাইয়া, না পরিয়া, অর্থ সঞ্চয়ের ফল কি, তাহা ঐ পাপিষ্ঠই জানে। ফলকথা এই, তিনি, প্রতিবেশিবর্গের নিকট, যার পর নাই, কৃপণ ও নীচস্বভাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পথ দেখিতে পাইলে, সকলে হাততালি ও গালাগালি দিত; বালকেরা, ঐ অমুক যায় বলিয়া, হাসি ও তামাসা করিত, এবং ডেলা মারিত। তিনি তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, বা চলচিত্ত হইতেন না; তাহাদের দিকে দৃকপাত না করিয়া, সহাস্য বদনে, চলিয়া যাইতেন।

এইরূপে, গয়ট্‌ জীবদ্দশায়, সকলের অশ্রদ্ধাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইছিলেন বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে, স্থায়ী সমস্ত সম্পত্তির যেরূপ বিনিয়োগ করিয়া যান, তদৃষ্টে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন; এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে মৃত্যুকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান ও প্রশংসা কীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি বিনিয়োগপত্রে লিখিয়া যান, বাল্যকালে, অত্রত্য হীনাবস্থ লোকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রচুর অর্থ ব্যতিরেকে, ঐ ভয়ানক কষ্টের নিবারণের আর উপায় নাই। এজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অর্থোপার্জন করিব, এবং কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়া, উপার্জিত সমস্ত অর্থ উল্লিখিত জলকষ্টের নিবারণার্থে যথেষ্ট, সঞ্চিত করিয়া রাখিব। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি যাবজ্জীবন, প্রাণপণে পরিশ্রম ও আহাৰ প্রভৃতি সৰ্ববিষয়ে সাতিশয় ক্ৰেশস্বীকার করিয়া, প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে, এই বিনিয়োগপত্র দ্বারা, আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পূৰ্বোক্ত জলকষ্টনিবারণের নিমিত্ত, প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহাদের উপর এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্যনির্বাহের ভার অর্পিত হইল, তাঁহাদের নিকট আমার সর্বনয় প্রার্থনা এই, অবিলম্বে এক উত্তম জলপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিবেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গয়ট্‌, সৰ্ব্বংশে, অতি প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায়, প্রকৃত পরদুঃখকাতর ও যথার্থ পরোপকারী মনুষ্য, সচরাচর, নয়নগোচর হয় না। সকলে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সংসারে ক্ৰেশের লেশমাত্র থাকে না।

---

## মাতৃভক্তির পুরস্কার

যুরোপের রাজাদের ও প্রধান লোকদিগের প্রথা এই, তাঁহারা যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহের বহির্ভাগে অল্পবয়স্ক ভৃত্যরা উপবিষ্ট থাকে। আবশ্যক হইলে, তাঁহারা ঘণ্টা বাজান; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া, ভৃত্যেরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়। এক দিন, প্রাশিয়ার অধীশ্বর ফ্রেডরিক ঘণ্টা বাজাইলেন; কিন্তু কোনও ভৃত্য উপস্থিত হইল না। তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একমাত্র বালকভৃত্যকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত, নিকটে গিয়া, তাহার জামার বগলিতে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তিনি ঐ পত্রখানি হস্তে লইলেন। পত্রখানি বালকের জননীর লিখিত। বালক, বেতন পাইয়া, জননীর ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিনি, টাকা পাইয়া পুত্রকে লিখিয়াছেন,—বৎস, তুমি যাহা পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া আমি অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি। তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত, আশীর্বাদ করিতেছি, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

পত্র পড়িয়া, ফ্রেডরিক অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, মাতৃভক্ত বালকের প্রশংসা করিতে করিতে, নিজ গৃহে প্রতিগমন পূর্বক, একটা টাকার থলি বহিষ্কৃত করিলেন এবং সেই পত্রখানি ও ঐ টাকার থলিটি বালকের বগলিতে রাখিয়া, নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল; তাহা শুনি, সে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, তোমার বিলক্ষণ নিদ্রা, হইয়াছিল। বালক নিতান্ত ভীত হইল, কোনও উত্তর করিতে পারিল না। এই সময়ে, সহসা তাহার হস্ত বগলিতে পতিত হইলে, তন্মধ্যে টাকার থলি দেখি, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং বিষন্ন বদনে কাতর নয়নে, রাজার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে প্রভূত বাষ্পবারি বিনির্গত হইতে লাগিল, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সে একটিও কথা বলিতে পারিল না।

তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, কি জন্য এত কাতর হইতেছ ও বোদন করিতেছ, বল। তখন বালক, জানু পাতিয়া, ভূতলে উপবিষ্ট হইল, এবং কৃতাজ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহাবাজ, এই টাকার থলি কিরূপে আমার বগলিতে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোনও ব্যক্তি, নিঃসন্দেহ আমার সর্বনাশের চেষ্টায় আছে, সেই আমার নিদ্রিত অবস্থায়, এই টাকার থলি বগলিতে রাখিয়া গিয়াছে, অবশেষে, আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমায় ধরাইয়া দিবে। এই বলিতে বলিতে, তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

বালকের মাতৃভক্তির বিষয় অবগত হইয়া, রাজা প্রথমতঃ যত আহলাদিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার এই ভাব দেখিয়া, তদপেক্ষা

অনেক অধিক আহলাদিত হইলেন; এবং বালকের উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, অহে বালক, তুমি বগলিতে টাকার থলি দেখিয়া অত বিষণ্ণ ও কাতর হইতেছ কেন, কোন দুষ্ট লোক, তোমার সর্বনাশের অভিসন্ধিতে, তোমার বগলিতে এই টাকার থলি রাখিয়াছে, সেরূপ ভাবিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। কোনও দুষ্ট লোক, দুষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছে, তুমি ক্ষণকালের জন্যও, সেরূপ ভাবিও না ও ভয় পাইও না। ইহা তোমার মাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার।

এইরূপ বলিয়া, সেই ভয়বিহ্বল বালককে অভয়প্রদান করিয়া, রাজা বলিলেন, এই টাকাগুলি তুমি জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও, এবং তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাও ও লিখিয়া পাঠাও, আজ অবধি আমি তোমার ও তোমার জননীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

## দয়ালুতা ও পরোপকারিতা

ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান মন্টেস্কু অতিশয় দয়াশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি, কার্যবশতঃ, মারসীলম্ প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায়, জলপথে পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষে, তিনি, একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। এই নৌকার দাঁড়ি ও মাঝি অতি অল্পবয়স্ক, তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, তিনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, আমরা দুই সহোদর, সেকরার কৰ্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি, যে উপার্জন করি, তাহাতে আমাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়, আয়ের বৃদ্ধি করিবার মানসে আমরা, অবসরকালে নাবিকের কৰ্ম্ম করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া, মন্টেস্কু বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমাদের অর্থলোভ অতি প্রবল; সেই লোভের বশীভূত হইয়া, তোমরা এই ক্লেশকর নীচকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তখন তাহারা বলিল, না মহাশয়, আমরা অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, এই নীচ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই। যে কারণ বশতঃ, আমাদেরকে এই নীচ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আপনি আমাদেরকে অর্থলোভের বশীভূত ভাবিবেন না। আমাদের পিতা বিদ্যমান আছেন। তিনি একখানি জলযান কিনিয়া, নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, বাবরিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রবল দস্যুদল, আক্রমণ ও সর্বস্বহরণ পূর্বক, ত্রিপোলী প্রদেশে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে দাসব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রীত করিয়াছে। তিনি তথা হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমায় কিনিয়াছেন, তিনি নিতান্ত অভদ্র ও নির্দয় নহেন, আমার পক্ষে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং টাকা পাইলে, আমায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন। কিন্তু, তিনি এত অধিক টাকা চাহিতেছেন যে, কোনও কালে, আমি ঐ টাকার সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আর আমার দেশে যাইবার আশা নাই। অতএব, তোমরা, আমায় আর দেখিতে পাইবে, সে আশা করিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদের দুই সহোদরের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তদীয় নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমাদের পিতা অতিশয় পুত্রবৎসল, তাঁহার অদর্শনে আমরা জীবন্ত হইয়া আছি। যত টাকা দিলে, তিনি দাসস্বমুক্ত হইতে পারেন, আমরা, সেই টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব, এই প্রতিজ্ঞা



করিয়াছি। অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে, এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা যে তাহাকে দাসত্বমুক্ত করিতে পারিব, আমাদের সে আশা নাই, কিন্তু তদর্থে, যথোচিত (চেষ্টা না করিয়াও, ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

তাহাদের কথা শুনিয়া ও পিতৃভক্তি দেখিয়া, মন্টেস্কু প্রসন্ন বদনে বলিলেন, দেখ, প্রথমত, তোমাদিগকে অর্থলোভী স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে, কি কারণে তোমরা এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম, তোমরা যথার্থ সুসন্তান, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া, বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

কতিপয় মাস অতীত হইল। এক দিন তাহারা দুই সহদরে দোকানে কৰ্ম করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের পিতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং আহলাদে গদগদ হইয়া, অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাহাদের পিতা, মনে করিয়াছিলেন, পুত্রেরা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহাতেই তিনি দাসমুক্ত হইয়াছেন। তিনি, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আশীর্বাদ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এত টাকা কোথায় পাইলে? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বন পূর্বক, এই টাকার সংগ্রহ করিয়াছ। তাহারা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, না মহাশয়, আপনি ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন, আমরা আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, টাকা পাঠাই নাই, বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না।

এই কথা শুনিয়া, তাহাদের পিতা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, তবে এ টাকা কে দিল। আমার প্রভু, টাকা পাইয়া, আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছেন, তাহা আমি অবধারিত জানি। টাকাও অনেক, এত টাকা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমিও জানিলাম না, তোমরাও জানিলে না, এ বড় আশ্চর্য্যে বিষয়। ফলতঃ, তিন জনেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দুই সহোদরে বলিল, মহাশয়, আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি; এ আর কাহারও কৰ্ম নহে। কিছু দিন পূর্বে, এক সদাশয় দয়ালু মহাশয়, আমাদের নৌকায় চড়িয়া, কথাপ্রসঙ্গে আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াশীল, প্রস্থানকালে আমাদের দাসত্বমুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। তিনিই আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দয়া করিয়া, আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, তাহাদের এই অনুমান অমূলক নহে। মন্টেস্কু দয়াতেই, তাহাদের পিতা দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন।

---

## অদ্ভুত আতিথেয়তা

আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম প্রাণদণ্ডেব উপক্রম দেখি, প্রচ্ছন্দ বেশে পলাইয়া, কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন, যাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন, এরূপ কোনও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি তথায় না থাকাতে, এক বড় মানুষের বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, গৃহস্থামী, কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে বসিয়া আছ? ইব্রাহিম বলেন, আমি এক অতি হতভাগ্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি, আপনার শরণাগত হইয়া আশ্রয়প্রার্থনা করিতেছি।

আরবদিগের রীতি এই, কেহ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন, তাহার পরিচয়গ্রহণ বা তাহার চরিত্র বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না, এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে ব্যক্তি, অশ্রয়দানের পর, বিষম শত্রু ও যার পর নাই অনিষ্টকারী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, তাহার অনিষ্ট সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। তদনুসারে, গৃহস্থামী ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন, জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন, তোমার কোনও আশঙ্কা নাই, তুমি আমার আলয়ে, যতদিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম, তদীয় আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্থামী প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অস্বারোহণে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি, কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া, একদিন গৃহস্থামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সজ্জায় কোথায় যান। তিনি বলিলেন, সলিমানের পুত্র ইব্রাহিম \* নামে এক ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়াছে, শুনিয়াছি, ঐ দুরাত্মা, এই নগরের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে, বৈবনির্যাতনের অভিপ্রায়ে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাই।

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্বে, এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই গৃহস্থামীর পিতা, তাহা জানিতেন না, এক্ষণে, গৃহস্থামীর বাক্য শুনিয়া জীবনের অশায বিসর্জন দিয়া, তিনি বলিলেন, -মহাশয়, আমি বুঝিতে পারিলাম, জগদীশ্বর আপনকার বৈবনির্যাতনবাসনা অনায়াসে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে আনিয়াছেন। আমি আপনকার পিতার প্রাণহন্তা, আমার প্রাণবধ করিয়া, আপনি বৈবনির্যাতনবাসনা পূর্ণ করুন।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্থামী বলিলেন, বোধ করি, ক্রমাগত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আপনকার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই; এজন্যই, আপনি এরূপ প্রস্তাব

কবিতেছেন। কিন্তু, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিব, আমি সেরূপ নরাধম নহি। ইব্রাহিম বলিলেন, আমি আপনকার নিকট প্রবঞ্চনাবাক্য বলিতেছি না, এই বলিয়া, যেকূপে যেস্থানে, যে অবস্থায়, গৃহস্থামীর পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের বিশেষ নির্দেশ করিলেন। পিতৃবধবৃত্তান্ত কণ্ঠগোচর হইবামাত্র, গৃহস্থামীর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্বশরীর কঁপিতে লাগিল, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, অনন্তর, ইব্রাহিমের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া বলিলেন, অহে বৈদেশিক, তুমি যে অপবাদ করিয়াছ, তজ্জন্য এই দণ্ড তোমার প্রাণবধ করা উচিত। কিন্তু তোমায় বিপদগ্রস্ত জানিয়া, আপন আলয়ে আশ্রয় দিছি ও অভয়দান করিয়াছি। এমন স্থলে আমি তোমার প্রাণবধ করিয়া, অধর্মগ্রস্ত হইতে পারিব না। আমি তোমায় পাথেয়স্বরূপ, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি, উহা লইয়া, অবিলম্বে আমার আলায় হইতে পলায়ন কর। অতঃপর একপ সাবধান হইয়া চলিবে, যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার না ঘটে, সাক্ষাৎকার ঘটিলেই, আমার হস্তে তোমার মৃত্যু অবধারিত জানিবে। এইরূপ বলিয়, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, তিনি ইব্রাহিমকে বিদায় দিলেন।

## দয়া ও সন্ধিবেচনা

বিপক্ষের, কুপরামর্শ দিয়া, সাম্রাজ্যের কতিপয় দূরবর্তী প্রদেশে, প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া, চীনের সম্রাট সাতিশয় কুপিত হইলেন, এবং স্বীয় অমাত্যবর্গকে বলিলেন, তোমরা আমার সমাভিব্যাহারে আইস, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবিলম্বে বিপক্ষদের সম্মুখে উচ্ছেদ করি। এই বলি, তিনি, বিদ্রোহীদের দণ্ডবিধানার্থে, প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট প্রবল সৈন্য সহিত, সন্নিহিত হইবামাত্র বিদ্রোহীরা, তাঁহার শরণাগত হইয়া, নিতান্ত বিনীত ও একান্ত কাতরভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। তিনি ক্ষমা ও অভয়দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট তাহাদের গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন, কিন্তু এক্ষণে, তাঁহার তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রধান অমাত্য, সম্রাটের সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনি পূর্বে স্পষ্ট বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিপক্ষদের সম্মুখে উচ্ছেদ করিবেন, কিন্তু এক্ষণে, ক্ষমা ও অভয়দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেছেন। এই কি আপনার প্রতিপালন।

প্রধান অমাত্যের কথা শুনিয়া, সম্রাট সহাস্য বদনে বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিপক্ষদের সম্মুখে উচ্ছেদ করিব। কিন্তু, আমি উপস্থিত হইবামাত্র, যখন উহারা আমার শরণাগত হইল, এবং বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, তখন উহারা আব আমার বিপক্ষ নহে। বিবেচনা কবি দেখ, এক্ষণে উহারা আমার সহিত যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে উহার। আমার বন্ধু হইয়াছে। এমন স্থলে, উহাদিগকে বিপক্ষ ভাবি, উহাদের প্রাণবধ প্রভৃতি উৎকট দণ্ডবিধান করা, কদাচ উচিত হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, সন্নিহিত সমস্ত লোক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং সম্রাটের দয়া, সৌজন্য ও সন্ধিবেচনার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

## সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর ফিলিপ্ অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। আগহিলনিবাসী আর্কেডিয়স নামে এক ব্যক্তি সর্বদা তাঁহার অতিশয় নিন্দা করিত। একদা আর্কেডিয়স্ ঘটনাক্রমে, ফিলিপের অধিকারে প্রবেশ করাতে, রাজপুরুষেরা, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া, রাজ সমীপে উপস্থিত করিলেন, এবং বলিলেন, মহারাজ, এই দুবাস্মা, সতত, আপনকার কুৎসাকীর্তন করে, এক্ষণে ঘটনাক্রমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা এই, এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন, এবং, অতপর, যাহাতে আর আপনকার নিন্দা করিতে না পারে, তাহারাও যথোপযুক্ত উপায়বিধান করুন।

রাজপুরুষদিগের প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়া, ফিলিপ্ বলিলেন, তোমরা যে উপদেশ দিতেছ, তদনুযায়ী কার্য করা, সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক। এই রাজবাক্য শুনিয়া, সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই মনে কবিয়াছিলেন, রাজাজ। তাহারে কারাগারে রুদ্ধ করিবেন, এবং অবশেষে, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন। কিন্তু, তিনি তাহাকে নিকটে আনাইয়া, যথেষ্ট সমাদরপূর্বক, আপন সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বন্ধুভাবে কথোপকথন করিলেন। এইরূপে, যথোচিত শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপের পর, বহুমূল্য উপহার দিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

আর্কেডিয়স্ ভাবিয়াছিলেন, ফিলিপ্ তাঁহার প্রথমতঃ যথোচিত শাস্তি ও অবশেষে প্রাণদণ্ড করিবেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তিসহকারে তাঁহার প্রশংসাকীর্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সন্নিহিত রাজপুরুষেরা বলিলেন, মহারাজ, ওরূপ দুরাচারের সহিত, এরূপ ব্যবহার করা, আমাদের বিবেচনায় ভাল হয় নাই, ইহাতে উহার আরও আত্মসম্পর্ক বাড়িবে, এবং মনে করিবে, আপনি উহার তোষামোদ করিলেন। ফিলিপ্ শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে, চারিদিক হইতে, সংবাদ আসিতে লাগিল, আর্কেডিয়স্, এত কাল, রাজার বিষম শত্রু ছিল, এক্ষণে, তাঁহার, যার পর নাই, হিতৈষী হইয়াছে। সর্বত্র, সর্ববিধ লোকের নিকট, সে রাজার গুণানুবাদ ও প্রশংসাকীর্তন করে, এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে, রাজার উল্লেখ করিয়া, মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের তুল্য অমায়িক, নিরহঙ্কার, উন্নতচিত্ত, উদারচরিত পুরুষ, কস্মিন্ কালেও, কাহারও নয়নগোচর হইয়াছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি যে, সর্বিশেষ না জানিয়া, এত কাল, তাঁহার কুৎসাকীর্তন করিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত নির্বোধ ও যার পর নাই অভদ্রের কার্য্য হইয়াছে। এই সকল কথা

শুনিয়া ফিলিপ্ পাশ্বৰ্ৱত্তী ৰাজপুৰুষবৰ্গেৰ দিকে দৃষ্টিসঞ্চাৰণ পূৰ্বক, সহাস্য  
বদনে বলিলেন, এখন বল দেখি, আমি তোমাদেৰ অপেক্ষা, নিপুণতৰ  
চিকিৎসক কি না?



## দয়া ও সন্ধিবেচনা

ইংলণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ কবি শেনষ্টোন কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। পথের দুই পাশে জঙ্গল, একপাশে স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা এক ব্যক্তি, জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া বলিল, আপনকার সঙ্গে যে টাকা আছে, আমায় দেন, নতুবা এখনই গুলি করিয়া, আপনকার প্রাণসংহার করিব। শেনষ্টোন চকিত হইয়া, এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সে বলিল, আপনি আমার মত দরিদ্র নহেন; টাকার জন্য এত ভাবিতেছেন কেন? যদি প্রাণ বাচাইবার ইচ্ছা থাকে, টাকা দেন, বিলম্ব করিবেন না। শেনষ্টোন, টাকা বহিষ্কৃত করিয়া, তাহাকে বলিলেন, ওরে হতভাগ্য, এই টাকা লও, এবং যত শীঘ্র পার, পলায়ন কর। সে ব্যক্তি টাকা লইয়া, পিস্তলটি জলে ফেলিয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শেনষ্টোন সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক পরিচারক ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি অপরিজ্ঞাত রূপে, ঐ লোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও; এবং ও কোন্ স্থানে থাকে, তাহা দেখিয়া আইস। পরিচারক, দুই ঘণ্টার মধ্যে, প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিল, এবং বলিল, ও ব্যক্তি হেলসওয়েলে থাকে। আমি তাহার বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কপাটস্থিত ছিদ্র দ্বারা, দেখিতে পাইলাম, সে টাকার খলিটি তাহার স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল, এবং বলিল, আমি ইহকালে ও পরকালে জলাঞ্জলি দিয়া, এই টাকা আনিয়াছি, লও, তৎপরে, দুটি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদিগকে বলিল, তোমাদের প্রাণরক্ষার্থে, আমি আপনার সর্বনাশ করিলাম। এই বলিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, সে ব্যক্তি রোদন করিতে লাগিলেন।

এই কথা শুনিয়া, শেনষ্টোন সে ব্যক্তির স্বভাব, চরিত্র ও অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং জানিতে পারিলেন, সে মজুরী করিয়া দিনপাত করে, অবস্থা নিতান্ত মন্দ, পরিবার অনেকগুলি, কিন্তু পরিশ্রমী ও সংস্কারবলিয়া, সকলের নিকট পরিচিত। এ সমস্ত অবগত হইয়া, শেনষ্টোন বিবেচনা করিলেন, ইহার স্বভাব ও চরিত্রের যেরূপ পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে এ অপকর্ম করিবার লোক নহে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই, ইহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, যাহাতে, ইহার পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ উপায় কবিয়া দিলে, ইহাকে দুষ্চরিত্র হইতে হয় না। অতএব, তাহার এতটা ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

এই স্থির করিয়া, তিনি, অবিলম্বে, তদীয় আলায়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে বিষন্ন বদনে, তাঁহার চরণে নিপতিত হইল, এবং অপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। তদীয় ঈদৃশ ভাব দর্শনে, শেনষ্টোনের অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তখন

তিনি, তাকে ডুতল হইতে উঠাইয়া, অশেষ প্রকারে, তাহার সাহুনা  
করিলেন, অশ্বাসপ্রদান পূর্বক, তাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, আপন  
আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং যাহাতে সে অনায়াসে পবিবারের  
ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারে, ঐকপ ঐক কৰ্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।  
তদবধি, আর কখনও, সে, দস্যুভূতি বা অন্যবিধ কোনও দুষ্কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়  
নাই।



## দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা

জোসেফ্ নামে এক কাফরি, বাববেডো নগরে, বাস করিতেন। তাঁহার কিছু অর্থ-সংস্থান ও সামান্যরূপ একটি দোকান ছিল। ঐ দোকানে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা, তিনি যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ হইত। জোসেফ্ অতি সজ্জন, ধর্মশীল ও পরোপকারী ছিলেন। সেই নগরে অনেক দোকান ছিল; কিন্তু তাঁহার দোকান সর্বক্ষণ, খরিদদারগণে পরিপূর্ণ থাকিত, যদি কেহ কোনও দ্রব্য খুঁজিয়া না পাইত, জোসেফ্ পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া, সে দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দিতেন। বস্তুত, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী বলিয়া, তিনি সর্ববিধ লোকের নিকট, সাতিশয় আদিরণীয় ও মাননীয় ছিলেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আগুন লাগিয়া, ঐ নগরের অধিকাংশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এবং অনেক অধিবাসীর সর্বস্বান্ত হয়। জোসেফ্, যে অংশে বাস করিতেন, কেবল ঐ অংশে কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই। যাহাদের সর্বস্বান্ত লইয়াছিল, জোসেফ্ যথাসক্তি, তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় কোনও পরিবারের নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন। ঐ পরিবারেরও এক ব্যক্তির এই উপলক্ষে, সর্বস্বান্ত ঘটে। এ ব্যক্তি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, কিন্তু সাতিশয় দানশীলতা দ্বারা, অগ্নিদাহের পূর্বেই, নিত্য নিঃস্ব হইয়া পড়েন, পরে যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই অগ্নিদাহে, সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার দুরবস্থা দর্শনে, জোসেফের অন্তঃকবণে নিরতিশয় দয়ার সঞ্চাব হইল। ইনি অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, এবং ইনি যে পরিবারের লোক, জোসেফ্ এক সময়ে, ঐ পরিবারের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই দুই কাবণে, ঈদৃশ দুঃসময়ে ইহার আনুকূল্য কবিবার নিমিত্ত, জোসেফের নিত্য ইচ্ছা হইল।

কিছু দিন পূর্বে, এই ব্যক্তি খত লিখি দিয়া, জোসেফের নিকট হইতে, ৬০০ ছয় শত টাকা, ধার লইয়াছিলেন। জোসেফ্ ভাবিলেন, এ ব্যক্তির সর্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার উপর আবার ঋণদায়, কিরূপে এ ঋণের পরিশোধ করিবেন এই দুর্ভাবনায়, ইহাকে অতিশয় অসুখে কালযাপন করিতে হইবে। এ অবস্থায়, ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, ইনি, অনেক অংশে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। এতএব, অদ্যই আমি ইহাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিব। এরূপ করিলে, আমি এই পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত ইয়াছি, কিয়ৎ অংশে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা হইবে।

এই স্থির করিয়া, জোসেফ্ ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং যথোচিত বিনয় ও সম্মান সহকারে, সম্ভাষণ করিয়া, বলিলেন, মহাশয়, এই

অগ্নিদাহে আপনকার যে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এবং, এই সময়ে আমি আপনকার পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আমার অন্তঃকরণে সর্বক্ষণ জাগরুক রহিয়াছে। আর আমি স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিতেছি, আপনকার যে ঋণ আছে, কি রূপে তাহার পরিশোধ করিবেন, এই দুর্ভাবনায়, অত্যন্ত অসুখে কালযাপন করিতে হইবে। আমার নিকটে আপনকার যে ঋণ আছে, সে জন্য আর আপনকার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি, আহলাদিত চিত্তে, আপনাকে ঋণমুক্ত করিতেছি? বিপদাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করা মনুষ্যমাত্রের আবশ্যকর্তব্য, বিশেষতঃ আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য, কার্য্য দ্বারা কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা, আমার পক্ষে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক। আমি আপনকার এ অবস্থায়, কিঞ্চিৎ অংশেও যে, সাহায্য করিতে পারিলাম, ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাইলাম, তাহাই, আমি প্রচুর লাভ মনে করিতেছি। আপনাকার নিকট হইতে প্রাপ্য, টাকা পাইলে, আমি যত আহলাদিত হইতাম, আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহলাদিত হইলাম। এক্ষণে, আপনকার নিকট, বিনয়বচনে আমার প্রার্থনা এই, আম দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, যদি কখনও আপনকার এরূপ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে, আমি চরিতার্থ হইব।

এইরূপ বলিয়া, জোসেফ তাঁহার লিখিত খতখানি সন্নিহিত জুলন্ত অনলে নিষ্ফিষ্ট করিলেন। জোসেফের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, এই ব্যক্তি, অল্প বেতনে, কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, এবং তাহাতেই কোনও রূপে, দিনপাত করিতে লাগিলেন। সচ্ছল অবস্থায়, তিনি অনেকের আনুকূল্য করিতেন, এবং আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে আহাৰ করাইতেন। আয়ের খৰ্ব্বতা বশতঃ এক্ষণে সেরূপে চলা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু এরূপ করিতে না পারিলে, তাঁহার অসুখের সীমা থাকিত না। আত্মীয়েরা, অথবা অন্যবিধ লোকে, তাঁহার আলয়ে আহাৰ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না, তাঁহারা উপস্থিত হইলে, তদীয় ভৃত্য, জোসেফের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইত। জোসেফ তৎক্ষণাৎ আবশ্যক আহাৰসামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ, তাঁহার যখন যাহা অবশ্যক হইত, জোসেফ, আহলাদিতচিত্তে, তাহার সমাধান করি দিতেন।

---

# অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা

হলষ্টন্ নগরে, রুশিয়া রাজ্যের এক দল অস্বাভাবিক সৈন্য থাকিত। ঐ সৈন্যদলের বার্ন নামক অধ্যক্ষ, সাতিশয় কার্যদক্ষ ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া, বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি, কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কেহই জানিত না। লুসম্ নামক নগরে অবস্থিতিকালে, তিনি যেরূপ আশ্রয়পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যক্তিমাতেই চমৎকৃত ও আহলাদিত হইয়াছিলেন।

এক দিন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারিগণ ও আর কতক গুলি ভদ্র লোক, তদীয় আশ্রয়ে আহার করিবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ নগরে এক ব্যক্তি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্বক কথঞ্চিৎ জীবিকানির্বাহ করিতেন। সেনাপতি বার্ন এক সহকারী কর্মচারী দ্বারা, ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আজ অমুক সময়ে আপনি সস্তুকি, আমার আবাসে আসিবেন।

সেনাপতি কি জন্য আহ্বান করিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায়, তিনি সস্তুকি, তদীয় আশ্রয়ে উপস্থিত হইলে, সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া, বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা অতিশয় ভয় পাইয়াছেন। তখন তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্বক অভয়দান করিয়া বলিলেন, আমি, কোনও দুঃস্থ অভিপ্রায়ে, আপনাদের আহ্বান করি নাই। আমি কোনও প্রকারে অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করিব, আপনারা ক্ষণকালের জন্যও, সে আশঙ্কা করিবেন না, আপনাদের সহিত বিশিষ্টরূপ আলাপ করা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অদ্য আমি আপনাদিগকে আহার করাইব। আপনারা, নির্ভয় ও নিরুদ্ধে হইয়া, উপবেশন করুন। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে আপন সমীপে উপবেশিত করিলেন, এবং নিয়তিশয় সদয়ভাবে, তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে, কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। সেনাপতি তাঁহাদিগকে আপনার নিকট বসাইলেন; সাতিশয় যত্ন ও আদর পূর্বক, আহার করাইলেন; এবং তাঁহাদের পবিবারসংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বলিলেন, আমার পিতা, সামান্য ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিতেন, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান, আমার দুইটি সহোদর ও একটা ভগিনী আছেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই ভিন্ন অপনকার কি আর সহোদর নাই? তিনি বলিলেন, না মহাশয়, এক্ষণে, আমার অব সহোদর নাই। আমার আর একটি সহোদর ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত, অতি অল্প বয়সে, বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অদ্যাপি

জীবিত আছেন কি না, বলিতে পারি না, কারণ, তদবধি আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অত্যুচ্চপদারূঢ় সেনাপতিকে, এক সামান্য দোকানদারের সহিত, সাতিশয় সদয় ভাবে, কথোপকথনে অবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহার অধীন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারীরা চমৎকৃত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, সর্বদা শুনিতে পাই, আমি কোন দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ বিষয়ে তোমরা সতত অনুসন্ধান করিয়া থাক, কিন্তু, এ পর্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। এজন্য, আজ আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, এই নগর আমার জন্মস্থান, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই কথা শুনিয়া, সকলে বিশেষতঃ তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে, বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, সেনাপতি, নিরতিশয় স্নেহ ও সমাদর সহকারে, আলিঙ্গন করিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বলিলেন, আপনকার (যে সহোদর নরলোকে বিদ্যমান নাই বলিয়া, বোধ করিয়াছেন, আমি আপনকার সেই সহোদর। কল্যাণ আমরা সকলে আপনকার আশ্রয়ে আহার করিব। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে, সবিশেষ সম্মানপূর্বক, বিদায় দিলেন, এবং, যাহাতে তদীয় আশ্রয়ে আহারক্রিয়া, সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাঁহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার নিমিত্ত, আদেশপ্রদান করিলেন।

এইরূপে আশ্রয়-পরিচয় প্রদান করিয়া, মহামতি সেনাপতি, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সাংসারিক ক্লেশে, সর্বতোভাবে নিবারণ করিলেন। তদবধি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সর্বত্র মান্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সেনাপতিব ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তদ্রত্য সমস্ত লোক, মুক্ত-কণ্ঠে সাধুবাদপ্রদান করিয়াছিলেন।

---

## যথার্থবাদিতা ও অকুতোভয়তা

প্রসিদ্ধ সাহসী চতুর্থ এলনজো, যৌবনকালে পোর্তুগালের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন, এবং মৃগয়ার আমোদেই, সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। আপনারা সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, তদীয় প্রিয়পাত্রেরা, মৃগয়ার গুণকীর্তন করিয়া, তাঁহাকে মৃগয়াতে উৎসাহিত করিতেন। মৃগয়ার অনুরোধে, তিনি নিয়ত অরণ্যে অবস্থিতি করিতেন, রাজকার্য্যে একেবারেই মনোযোগ দিতেন না, তাহাতে রাজ কাযনির্ব্বাহ বিষয়ে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে, গুরুতর কার্য্যবিশেষে অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে হইল। তাঁহার উপস্থিতির পূর্বে, রাজ্যের প্রধান লোকেরা ও রাজমন্ত্রীরা, সভবনে সমবেত হইয়া, তদীয় আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি, সভ্যভবনে প্রবিষ্ট ও সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, একমাস অরণ্যে থাকিয়া, মৃগয়ার আমোদে, কেমন সুখে কালযাপন করিয়াছেন, আহলাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতে লাগিলেন; যে কার্য্যের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে হইয়াছে, তাহার একবারও উল্লেখ করিলেন না।

তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে, এক অতি প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন, রাজসভা ও রণক্ষেত্র রাজাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে, বন জঙ্গল তাঁহাদের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে। গৃহস্থ লোক, আবশ্যক কার্য্যে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল আমোদে কাল কাটাইলে, তাহাদেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু রাজারা, রাজকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল আমোদে আসক্ত হইলে, দেশস্থ সমস্ত লোকের অনিষ্ট হয়, আপনি মৃগয়াস্থলে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমরা এখানে আসি নাই, কোনও গুরুতব কার্য্যের অনুরোধেই আসিয়াছি। মহারাজের প্রজাদের যে ক্লেশ ও দুর্বাবস্থা ঘটিয়াছে, যদি তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী ও যত্নবান হন, তবেই তাহারা আপনকার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে, নতুবা—এই পর্যন্ত শুনিয়াই ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া, রাজা বলিলেন, নতুবা কি করিবে? রাজার ক্রোধ দর্শনে, কোনও অংশে শঙ্কিত না হইয়া, সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃঢ়বাক্যে বলিলেন, নতুবা, তাহারা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিবে।

এই কথা কণ্ঠগোচর হইবামাত্র, এলনজোর কোপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, তোমরা আমার যে অবমাননা করিলে, অবিলম্বে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি, এই বলিয়া, সভাগৃহ হইতে বহির্গত

হইলেন, কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পবেই, নিতান্ত শাস্তিমূর্তি হইয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহার মস্মগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বাস্তবিক, যে ব্যক্তি, রাজা হইয়া, প্রজার হিতসাধনে যত্নবান্ না হইবে, প্রজারা কখনই তাহার অনুগত থাকিবে না। আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া, সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ অবধি, অর আমি মৃগয়া বা অন্যবিধ ব্যসনে, ক্ষণকালের জন্যও আসক্ত হইব না, অনন্যমতাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, সব্বপ্রযত্নে রাজকার্য্যসম্পাদনে তৎপর হইব, প্রাণান্তেও এই প্রতিজ্ঞাব লঙ্ঘন করিব না।

এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজসভায় সমবেত সম্ভ্রান্তগণ ও অমাত্যবর্গ আহলাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং আশীষ্বাদপ্রয়োগ পূর্বক, রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাজা, সেই দিন অবধি, মৃগয়া প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যসনে বিসর্জন দিয়া, দিবারাত্র, রাজকার্য্যসম্পাদনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন, একদিন একক্ষণের জন্যও, সে বিষয়ে অযত্ন বা উপেক্ষা করেন নাই। ফলতঃ, তিনি রাজ্যের যেরূপ মঙ্গলবিধান ও প্রজাবর্গের যেরূপ হিতসাধন কবি গিয়াছেন, পোর্ড গাল-দেশে কখনও কোনও রাজা সেরূপ করিতে পাবেন নাই।

---

## অদ্ভুত অমায়িকতা

সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন, সর্বদা সর্ববিধ লোকের সহিত, আলাপ করিতেন, সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, অহঙ্করে মত্ত হইয়া, কাহাকেও হেয়জ্ঞান করিতেন না। তিনি একদা ফান্সের রাজধানী পারী নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রচ্ছন্ন-বেশে, পান্থনিবাসে<sup>[১]</sup> গিয়া, সকল লোকের সহিত, নিতান্ত অমায়িকভাবে, কথোপকথন করিতেন।

একদিন, তিনি, এক ব্যক্তির সহিত সতরঞ্চ খেলিতে বসিলেন। প্রথম বাজিতে তাঁহার হার হইল। সম্রাট আর এক বাজি খেলিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, সে ব্যক্তি বলিলেন, মহাশয়, আমায় মাপ করিবেন, আমি আর খেলিতে পারিব না। শুনিয়াছি, অদ্য সম্রাট বঙ্গভূমিতে যাইবেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথা যাইব। তখন তিনি বলিলেন, আপনি, সম্রাটকে দেখিবার নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছেন কেন, তাহাকে দেখিলে, আপনার কি লাভ হইবে, বলুন। আমি আপনাকে অবধারিত বলিতেছি, তাঁহাতে ও অন্য অন্য ব্যক্তিতে, কোনও অংশে, কিঞ্চিৎ প্রভেদ নাই। তখন সে ব্যক্তি বলিলেন, যা হউক না কেন, সম্রাট অতি প্রসিদ্ধ প্রধান লোক, তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, অনেক দিন অবধি, আমার অনিবার্য কৌতূহল জন্মিয়া আছে, নিকটে পাইয়াও, যদি তাঁহাকে একবার না দেখি, তাহা হইলে, আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিবে।

তাহার এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া, সম্রাট বলিলেন, আপনার বঙ্গভূমিতে যাইবার কি এই একমাত্র উদ্দেশ্য তিনি বলিলেন, হাঁ মহাশয়, বাস্তবিক, আমার এতদ্ভিন্ন আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন সম্রাট বলিলেন, আসুন, আমরা আর এক বাজি খেলি, ও জন্য, আর আপনকার ক্লেশস্বীকার করিয়া, বঙ্গভূমিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সে ব্যক্তি এই আপনাকার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র, চকিত ও চমৎকৃত হইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সাতিশয় সম্মান সহকারে, অভিবাদন করিয়া, কৃতাজ্ঞলি হইয়া, নিতান্ত বিনীত বদনে, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আপনাকে সামান্য ব্যক্তি স্থির করিয়া, সমকক্ষ ভাবে কথোপকথন করিয়াছি, এবং আপনকার সহিত খেলিতে বসিয়াছি, ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জনা করিতে হইবে। সম্রাট শুনিয়া, সহাস্য বদনে, হস্তে ধরিয়া, তাহাকে বসাইলেন, এবং অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া ও অভয়দান করিয়া, পুনর্ব্বার তাহার সহিত খেলিতে বসিলেন।

তদীয় ঈদৃশ অদ্ভুত অমায়িক ভাব দৰ্শন, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, তিনি, মনে মনে, তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বস্তুত, সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ঈদৃশ অমায়িক ভাব অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূৰ্ব ব্যাপার।

1. ↑. পান্ননিবাস, পথিকদিগের অবস্থিতির স্থান।



## কৃতঘ্নতা

এক সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসপ্রদর্শন করাতে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের সাতিশয় অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল। সে জলপথে কোন স্থানে যাইতেছিল; পথিমধ্যে, অতি প্রবল বাত্যা, উপস্থিত হওয়াতে, নৌকা জলমগ্ন হইল। সে, প্রবল তরঙ্গবেগে তীরে নিষ্ক্ষিপ্ত হইয়া, উলঙ্গ ও মৃতপ্রায় পতিত রহিল। ঘটনাক্রমে, ঐপ্রদেশের এক ব্যক্তি, সেই সময়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাহার তাদৃশী দশা দর্শনে দয়াচর্চিত হইয়া, তাহাকে আপন অলিয়ে লইয়া গেলেন; এবং সবিশেষ যত্ন সহকারে, অশেষ প্রকারে, তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চল্লিশ দিন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া, স্থায়ী আলয়ে না লইয়া গেলে, এবং সবিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়স্বাকার পূর্বক, তাহার শুশ্রূষা না করিলে, সে নি সন্দেহ, কালগ্রাসে পতিত হইত। তিনি, যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আবশ্যিক পাথেয় দিয়া তাহাকে স্বদেশগমনার্থ বিদায় করিলেন।

প্রস্থানকালে, সৈনিক পুরুষ স্থায়ী আশ্রয়দাতাকে বলিল, মহাশয়, আমার সৌভাগ্যক্রমে, আপনি, সেদিন, সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নতুবা আমার অবধাবিত প্রাণবিয়োগ ঘটিত। আপনি, আমার জন্য, যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় করিছেন, পিতা, পুত্রের জন্য, সেরূপ করিতে পাবেন কি না, সন্দেহস্থল। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি কস্মিন্ কালেও তাহা ভুলিতে পারিব না। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও অধিক। এইরূপ বলিয়া, অসময়ে আশ্রয়দাতার নিকট বিদায় লইয়া, সৈনিকপুরুষ স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল। সৈনিক পুরুষের আশ্রয়দাতা যে ভূমিতে বাস ও কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, ফিলিপ, দানপত্র দ্বারা, সেই ভূমি, ঐ সৈনিক পুরুষকে পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। এইরূপে সে, প্রাণদাতার অধিকৃত ভূমির অধিকারী হইয়া, তাঁহার গৃহ ভগ্ন করিয়া, তাহাকে বলপূর্বক উঠাইয়া দিল। তিনি, তদীয় ঈদৃশ অকৃতজ্ঞতা দর্শনে, সাতিশয় বিস্মিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এর আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপত্র দ্বারা, ফিলিপের গোচর করিলেন। মানুষ এতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, তাহার সেরূপ বোধ ছিল না। পত্রপাঠ মাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি, তৎক্ষণাৎ পূর্ব-স্বামীকে সেই ভূমিতে অধিকারপ্রদানের আদেশপ্রদান করিলেন, এবং সেই পাপিষ্ঠ সৈনিকপুরুষকে স্থায়ী সমক্ষে আনাইয়া, তাহার ললাটে, কৃতঘ্ন নরাধম, এই দুটি শব্দ লেখাইয়া, আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কৃতঘ্ন ব্যক্তি, সর্বকালে, সর্ব-দেশে, সর্ব সমাজে, নিরতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকে। মনুষ্যের যত দোষ সম্ভবিত্তে পারে, গ্রীদেশীয় লোকে

কৃতঘ্নতাকে, সেই সমস্ত দোষ অপেক্ষা, গুরুতর বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা  
কৃত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ ও তাহার মুখাবলোকন, করিতেন না।

## কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভয়তা

আরবদিগের খলীফা<sup>১</sup> হাকুল উব বশীদেব, জাফর বরমীকী নামে, বিলক্ষণ কার্যদক্ষ, সাতিশয় ধর্মপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। কোনও কারণে কুপিত হইয়া, খলীফা তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দেন, যদি কেহ মন্ত্রীর গুণকীর্তন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু, এক বৃদ্ধ আরব, সতত, সর্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, মন্ত্রীর গুণকীর্তন করিতেন। এই বিষয় খলীফার কর্ণগোচর হইল, তদীয় আদেশক্রমে, ঐ বৃদ্ধ আরব, তাঁহার সম্মুখে নত হইলেন। তখন খলীফা, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পূর্বক, তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ সাহসে আমার অজ্ঞালঙ্ঘন করিতেছ?

খলীফার এই কোপপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণে, কিঞ্চিৎস্মত ভীত না হইয়া, বৃদ্ধ বিনীত বচনে বলিলেন, ধর্মাবতার, যদি আমি, প্রাণভয়ে, মৃত মন্ত্রীর গুণকীর্তনে বিরত হই, তাহা হইলে, আমায় উৎকট অকৃতজ্ঞতাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অকৃতজ্ঞ বলিয়া, লোকালয়ে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি অতি দীন ও সহায়হীন ছিলাম। আমায়, অধিক দিন, সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হওয়াতে, আমার দুঃখ দূর হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং সর্বত্র মান্য ও গণ্য হইয়াছি। এ সমস্তই সেই দয়াশীল মহাপুরুষের অনুগ্রহের ফল। তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ আমার হৃদয়ে, সর্বক্ষণ, বিলক্ষণ জাগরুক রহিয়াছে। এমন স্থলে, প্রাণদণ্ডভয়ে, তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইলে, আমায় নিরতিশয় অধর্মগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ধর্মাবতার, ইচ্ছা হয়, আমার প্রাণদণ্ড করুন, জীবিত থাকিয়া, আমি কোনও কারণে, তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইতে পারিব না। বৃদ্ধ আরবের কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভয়তার আতিশয় দর্শনে, খলীফা যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন, এবং সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে বহুমূল্য পুরস্কার দিলেন। তখন, সেই বৃদ্ধ আরব বলিলেন, ধর্মাবতার, বরমীকীর অনুগ্রহই আমার এই অভাবনীয় সম্মানের একমাত্র কারণ।

---

১. ↑ খলীফা- অধিপতি, যিনি সর্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব করেন।

## উপকার স্মরণ

একদিন, আমেরিকার এক আদিম নিবাসী ইংরেজদের পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল, এবং পান্থনিবাসে কত্রীর নিকটে প্রার্থনা করিল, আপনি দয়া করিয়া আমায় কিছু আহার দেন; আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি। আপনি যে আহার দিবেন, আজ আমি তাহার মূল্য দিতে পারিব না। অঙ্গীকার করিতেছি, যত শীঘ্র পারি, আপনার এই ঋণের পরিশোধ করিব, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। পান্থনিবাসের কত্রী তাহার প্রার্থনা শুনিয়া, যথেষ্ট গালি দিলেন, এবং বলিলেন, আমি পরিশ্রম করিয়া যে উপার্জন করি, তোর মত লোককে খাওয়াইয়া তাহা নষ্ট করিতে পারিব না। তুই, এখনই এখান হইতে চলিয়া যা।

এই কথা শুনি, সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, তথায় উপস্থিত এক ভদ্র ব্যক্তি, তাহার আকার প্রকার দর্শনে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে, যথার্থই, ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে। তখন তিনি পান্থনিবাসের কত্রীকে বলিলেন, এ ব্যক্তির যাহা আবশ্যিক হয়, দাও, আমি তাহার মূল্য দিব। আহার সমাপ্ত হইলে, আমেরিকার লোকটি, আহারদাতার নিকটে গিয়া, ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিয়া, বিনয়নম্র বচনে বলিল, আপনি আমার উপর যে দয়াপ্রকাশ করিলেন, আমি কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। এই বলিয়া, সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

ইংরেজেরা, ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমেরিকার আদিম নিবাসীদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন, এজন্য, তাঁহাদের, উপর, তাহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ জন্মিয়া ছিল। সুযোগ পাইলে, তাহারা তাঁহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে ক্রটি করিত না। একদা ঐ ভদ্র ব্যক্তি মৃগয়া উপলক্ষে, কোনও অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই সময়ে, আমেরিকার কতকগুলি আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল, এবং দেখিবামাত্র, তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া, আপনাদের বাসস্থানে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন ও পরামর্শের পর, তাহারা স্থির করিল, এই দণ্ডে ইহার প্রাণদণ্ড করা আবশ্যিক। এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তথায় উপস্থিত এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিল, অল্পদিন হইল, আমার পুত্রটী, লড়াই করিতে গিয়া, মারা পড়িয়াছে, অতএব এই লোকটি আমায় দাও, ইহাকে আমি পুত্র করিয়া রাখিব। তদনুসারে, ঐ ব্যক্তি, বৃদ্ধার আলয়ে গিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন, তিনি, বনমধ্যে, একাকী কস্ম করিতেছেন, এমন সময়ে, একটি আমেরিকার আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল, এবং অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিল, আপনি অনুগ্রহপূর্বক, অমুক দিন অমুক সময়ে, অমুক স্থানে গিয়া, আমার সহিত দেখা করিবেন। তিনি সম্মত হইলেন, কিন্তু, এ ব্যক্তি কেন আমায় ঐ স্থানে যাইতে বলিল! হয় ত উহার কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি আছে; এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এ

বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। এজন্য, তিনি, নিয়মিত দিনে তথায়। উপস্থিত হইলেন না।

কিয়ংদিন পরে ঐ আমেরিকার লোক, পুনর্ব্বার, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন তিনি লজ্জিত হইয়া, বলিলেন, আমি নানা কারণে, সে দিন যাইতে পারি নাই, এক্ষণে দিন স্থির করিয়া বল, এবার আমি অবধারিত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তদনুসারে দিন নির্দ্ধারিত হইল। অনন্তর, তিনি, নির্দ্ধারিত দিনে, নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি, দুই বন্দুক, দুই বারুদপাত্র, দুই ভোজ্যাধার লইয়া, বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, সে বলিল, আপনি, এই ত্রিবিধ দ্রব্যের এক একটি লইয়া, আমার সঙ্গে আসুন। আপনি ভয় পাইবেন না, আমার দুষ্ট অভিসন্ধি নাই, তাহা থাকিলে, আমি এই দণ্ডে, আপনকার প্রাণসংহার করিতে পারিতাম। তবে, আমি আপনাকে, কিজন্য কোথায় লইয়া যাইতেছি, এখন তাহা ব্যক্ত করিব না। তদীয় ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে, সাহসী হইয়া, বন্দুক, বারুদপাত্র ও ভোজ্যাধার লইয়া, তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

কতিপয় দিনের পর, তাঁহারা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন, এবং, কিয়ং দূরে কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাইলেন। সেখানে কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহারও লক্ষণ লক্ষিত হইল। তখন, আমেরিকার আদিমনিবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে স্থানে লোকের বসতি দৃষ্ট হইতেছে, আপনি ঐ স্থানের নাম জানেন? তিনি বলিলেন, উহার নাম লিচফিল্ড, ঐ স্থানে আমার বাস ছিল।

এই কথা শুনিয়া, আমেরিকার আদিম-নিবাসী বলিল, আপনকার স্মরণ হইবে কি না, বলিতে পারি না, কিছু দিন পূর্বে, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া, এক পাণ্ডুনিবাসে গিয়া, সেই পাণ্ডুনিবাসের কত্রীর নিকটে আহার-প্রার্থনা করি। তিনি, যথেষ্ট ভৎসনা করিয়া, আমায় তাড়াই দেন। আমি নিরাশ হইয়া চলিয়া যাই, এমন সময়ে, আপনি দয়া করিয়া, নিজব্যয়ে আহার করাই, আমার প্রাণরক্ষা করিছিলেন। আমি, পাণ্ডুনিবাস হইতে, প্রস্থানকালে, আপনাকে বলিয়াছিলাম, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, আমি কস্মিনকালেও, তাহা বিস্মৃত হইব না। আমি শুনিতে পাইলাম, আপনি নিরুদ্ধ হইয়া, দাসরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, আমি আপনাকে এখানে আনিয়াছি। ঐ আপনকার বাসস্থান, উহা অধিক দূরবর্তীও নহে; আপনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করুন। আমি আপনকার নিকট বিদায় লইতেছি। এই বলিয়া, সে প্রস্থান করিল। তিনিও তাহার দয়ায়, দাসত্বমুক্ত হইয়া, নির্বিঘ্ন, আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তির দয়া, সৌজন্য ও সদ্যবহার দর্শনে, নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাকীর্তন করিতে লাগিলেন।

---

## প্রত্যাশা।

সুপ্রসিদ্ধ রোম নগরে এগ্রিপ্পা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য, তৎকালীন সম্রাট টাইবিরিয়সের নিকটে গিয়া, এই অভিযোগ করিল, আমার প্রভু এগ্রিপ্পা, সতত, আপনকার, যার পর নাই, কুৎসাকার্তন করিয়া থাকেন। সম্রাট শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজভবনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে, বৌদ্ধে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া, এগ্রিপ্পা পিপাসায় অতিশয় কাতর হইলেন। সেই সময়ে, কেলিগুলা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভৃত্য থমাস্টস্, জলের কুজ লইয়া, ঐ স্থান দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তে জলের কুজ দেখিয়া, পিপাসার্ত এগ্রিপ্পা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সে নিকটবর্তী হইলে, তিনি, অতি কাতরভাবে, বিনীত বচনে, পানার্থে জল-প্রার্থনা করিলেন। সে সাতিশয় সৌজন্যপ্রদর্শনপূর্বক, জলের কুজটি তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, ইচ্ছানুরূপ জলপান করিয়া, পিপসার শান্তি করিলেন, এবং সাতিশয় প্রীত ও আহলাদিত হইয়া বলিলেন, দেখ থমাস্টস্, আজ তুমি আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। যে বিপদে পড়িয়াছি, যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই, আমি তোমায় যথোচিত পুরস্কার করিব।

কিছু দিন পরেই, সম্রাট টাইবিরিয়সের মৃত্যু হইল। কেলিগুলা সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই, এগ্রিপ্পাকে কারাগার হইতে মুক্ত ও জুডিয়াপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে, অতি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াও, এগ্রিপ্পা, থমাস্টসের কৃত উপকার ভুলিয়া যান নাই। তিনি থমাস্টসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং সে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে, উচ্চ বেতনে, স্থায় সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারের অধ্যক্ষতাপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

---

## প্রত্যাশা

আলি ইবন আব্বাস নামে এক ব্যক্তি, মামুন নামক খলীফার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ, খলীফার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে, হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলীফা, আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে, আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কল্যাণ আমার নিকটে উপস্থিত করিবে, তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া, অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম, কারণ, যদি তিনি পলাইয়া যান, আমায় খলীফার কোপে পতিত হইতে হইবে। . কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনকার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাশ্বাস্ আমার জন্মস্থান, ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মসজিদ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাশ্বাস্ নগরের, বিশেষতঃ যে অংশে আপনকার বাস, তাহার উপর, জগদীশ্বরের সতত শুভ দৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি, এক সময়ে, আমায় প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, বহু বৎসর পূর্বে, ডেমাশ্বাসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সম্ভাব্যহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্তা, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে প্রবেষ্ট হইলাম, এবং গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া, গৃহস্বামী আমায় অভয়প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, এক মাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না, লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থান দিবসে তাহা দেখিয়া, আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে, আর একটা অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি

স্থাপিত হইয়াছে, অর, পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভূত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থানসময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয় অশ্রয়দাতা, আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার খলি দিলেন, এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন, তন্মধ্যে যাহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাহাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতিস্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এজন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে, ঐ স্থান আমার সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দেশ করিয়া, দুঃখপ্রকাশ পূর্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় অশ্রয়দাতার কখনও কোন উদ্দেশ্য পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনও অংশে কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহলাদিত হইয়া বলিলেন, আপনকার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাস কাল, আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম, সর্বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, ক্রিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম, অহিলাদে পুলকিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম, তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম, এবং, কি দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলীফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচ প্রকৃতি লোক ঈর্ষ্যাবশতঃ শত্রুতা করিয়া, খলীফার নিকট আমার উপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে, তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অপরুদ্ধ ও এখানে অনীত হইয়াছি, আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই, সহজে নিষ্কৃতি পাইব, আমার সে আশা নাই, বোধ করি, আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব। তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না; আমি একমুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না, আপনি এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন হইলেন, এই বলিয়া, পাথেয় স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি খলি তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন, এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, সংসারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এজন্য আমার উপর খলীফাব মর্মান্তিক ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিবে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি, আপনার প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমান দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সন্মত হইতে পারিব না, আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি



যে, কিছুকাল পূর্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে, এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনই হইবে না। যাহাতে খলীফা আমার উপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া, তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনাকর প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে; যদি আপনকার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও, আমার আর কোনও ক্ষোভ থাকিবে না। পরদিন প্রাতঃকালে, আমি খলীফার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলি, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্মান্তার, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অনুমতি হইলে সবিশেষ সমস্ত আপনকার গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র, তাহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বোম্বরক্ত নয়নে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ড তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তে আমার ও তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে পাবেন, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু, আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিয়া, খলীফা, উদ্ধত বচনে বলিলেন, কি বলিতে চাও, বল। তখন, সে ব্যক্তি, ডেমাস্কাস নগরে, কি রূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এজন্য তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না; এই দুই বিষয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্মান্তার, যে ব্যক্তির একরূপ প্রকৃতি ও একরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সন্ধিবেচক, তিনি কখনই দুরাচার নহেন। নীচপ্রকৃতি পরহিংসক দুরাস্মারা, ঈর্ষাবশত, অমূলক (দাষারোপ করিয়া, তাহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, নতুবা, যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি একরূপ কোনও দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার একরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরূচি হয়, করুন।

খলীফা, মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কণ্ঠগোচর করিয়া, ক্রিয়ৎক্ষণ মৌনবিলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর, প্রসন্নবদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি (যে একরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ, ইহা অবগত হইয়া, আমি অতিশয় আহলাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে, তোমা হইতেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাঁহাকে অবিলম্বে এই শুভ-সংবাদ দাও, ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া, অহিলাদসাগরে মগ্ন হইয়া, আমি সস্তর গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক, তাঁহাকে খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলীফা,

অবলোকনমাত্র, প্রীতি-প্রফুল্ল লোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ করিয়া  
বলিলেন, তুমি যে এরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্বে অবগত  
ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া, অকারণে তোমার  
প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার নিকট তোমার প্রকৃত  
পরিচয় পাইয়া, সান্তিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি  
আপন আশ্রয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া, খলীফা, তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ,  
সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র, উপহার দিলেন, এবং ডেমাস্কাসের  
রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয় স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ  
দিয়া, তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

---

## কৃতজ্ঞতার পুরস্কার

ইংলণ্ড দেশে, ফিটজউইলিয়ম্ নামে এক ব্যক্তি স্থায়ী বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় কৃতজ্ঞ, দয়াশীল, তেজীযান, ন্যায্যপরায়ণ ও অকুতোভয় ছিলেন। সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, তিনি যে প্রভূত অর্থের উপার্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সর্বপ্রধান রাজমন্ত্রী কার্ডিনেল উলজির দয়া ও অনুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ। স্বভাবসিদ্ধ কৃতজ্ঞতা গুণের আতিশয্যবশতঃ তিনি ঐশ্বর্যশালী হইয়াও, আন্তরিক ভক্তি সহকারে, মহোপকারক উলজির যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

তৎকালীন ইংলণ্ডের অধীশ্বর, অষ্টম হেনরি, সাতিশয় উদ্ধতস্বভাব ও অবিম্ভ্যকারী পুরুষ ছিলেন। তিনি কোনও কারণে কুপিত হইয়া, সবিশেষ অবমাননা পূর্বক, উলজিকে মন্ত্রিস্থপদ হইতে বহিস্কৃত করেন। এইরূপে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, তিনি সকলের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিলেন। পাছে রজার কোপে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায়, কেহ কোনও বিষয়ে, তাঁহার কোনও আনুকূল্য করিতেন না। ফিটজ্ উইলিয়ম্ তাঁহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সাতিশয় আক্ষেপপ্রকাশ পূর্বক, তাঁহাকে নরখেমটন নামক স্থানে লইয়া গেলেন, এবং ঐ স্থানে মিল্টন নামে, যে স্থায়ী পরম রমণীয় বাসস্থান ছিল, তাঁহাকে তথায় রাখিয়া, যথোচিত ভক্তি ও সম্মান সহকারে তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

এই বিষয় কণ্ঠগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, ফিটজ্ উইলিয়ামের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত লইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, তিনি রাজসভায় আনীত হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পুরঃসর, কর্কশ বচনে বলিলেন, তোমার এত বড় আশ্পর্ক যে, তুমি এক রাজবিদ্রোহীকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, আমোদ আহলাদ করিতেছ। বাজার রোষ দর্শনে কিঞ্চিৎস্মাত্র ভীত বা চলচিত্ত না হইয়া, তিনি অতি বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমি আপন আলয়ে লইয়া গিয়া কার্ডিনেলের যে পরিচর্যা করিতেছি, রাজভক্তির অসঙ্কট তাহার কারণ নহে, আমি তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে যে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা কেবল তজ্জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন মাত্র।

এই হেতুবাদ কণ্ঠগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, অধিকতর কুপিত হইয়া বলিলেন, সে আবার কি? ইংলণ্ডেশ্বর, উত্তরোত্তর, অধিকতর কুপিত হইতেছেন দেখিয়া, পাছে তিনি তাহাকে রাজভক্তিহীন ভাবেন, এই ভয়ে ও ভাবনায় অভিভূত হইয়া, ফিটজ্ উইলিয়ম্, অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, বিনীত বচনে বলিলেন, মহারাজ, আমি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, বিলক্ষণ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছি, কার্ডিনেলের অনুগ্রহ ও সহায়তা

ব্যতিরেকে, কখনই আমার এ উন্নত অবস্থা ঘটিত না; সুতরাং আমি তাঁহার নিকটে দুর্ভেদ্য কৃতজ্ঞতাস্থলে বদ্ধ আছি। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন না করিলে, আমি ভদ্রসমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয়, এবং ধর্মদ্বারে পতিত হইব, কেবল এই ভয়ে ও এই বিবেচনায়, অবসর পাইয়া, তাঁহার প্রতি যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তদীয় প্রশংসনীয় উত্তরবাক্য শ্রবণে, নিরতিশ্য প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্যভাব বিসর্জন দিয়া, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নিকটে গিয়া আন্তরিক অনুরাগ সহকারে, তাঁহার করগ্রহণ পূর্বক বলিলেন, এরূপ কৃতজ্ঞতার যথোচিত পুরস্কার হওয়া সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক। তুমি সর্বাত্মক প্রশংসনীয়, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। আজ অবধি, তুমি একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইলে, আমার আর যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন, তোমায তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা শিখাইতে হইবে। বলিতে কি, তোমার অদৃষ্টচর আচরণ দর্শনে ও অশ্রুতচর বচন শ্রবণে, চমৎকৃত ও আহলাদে পুলকিত হইয়াছি।

এইরূপে, স্বীয় আন্তরিক ভাবপ্রকাশ করিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, সেই মুহূর্তে, সেই ক্ষেত্রে, ফিটজ্ উইলিয়মকে নাইট<sup>[১]</sup> উপাধিপ্রদান পূর্বক, রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

1. <sup>↑</sup> নাইট- উপাধিবিশেষ। অসাধারণ ক্ষমতাপ্রকাশদর্শনে অথবা অন্য কোনও কারণে, রাজারা ব্যক্তিবিশেষকে এই মাননীয় উপাধি দিয়া থাকেন। যাঁহারা এই উপাধি পান, তাঁহাদের নামের পূর্বে সর্ এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, সর্ আইজাক নিউটন, সর্ উইলিয়ম জোন্স ইত্যাদি।

## যথার্থ কৃতজ্ঞতা

ক্রোডন্ নামক স্থান সেনাপতি ডাবমন্টের হস্তগত হইলে, তিনি আদেশ দিলেন, ঐ স্থানে যে সকল স্পেনদেশীয় সৈন্য ও অন্যবিধ লোক আছে, সকলের প্রাণবধ কব। সেই সঙ্গে ইহাও প্রচারিত হইল, যে ব্যক্তি সেনাপতির এই আদেশের অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইবে, অথবা এই আদেশের বিপরীত আচরণ করিবে, তাহার অবধারিত প্রাণদণ্ড হইবে। ইহা অবগত হইয়াও, এক সৈনিক-পুরুষ, স্পেনদেশীয় এক সৈনিকের প্রাণনাশ না করিয়া, যাহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ সচেতন হইয়াছিল।

এইরূপে, সেনাপতির আজ্ঞালঙ্ঘন জন্য, গুরুতর অপরাধ হওয়াতে, দণ্ড দিবার নিমিত্ত, সে সেনাসংক্রান্ত বিচারালয়ের সম্মুখে নীত হইল। তুমি এই অপরাধ করিয়াছ কি না? এই জিজ্ঞাসা করাতে, সে, স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিল, এবং বলিল, যদি ও ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে, আমি স্বচ্ছন্দ মনে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। এই কথা শ্রবণে, সত্যি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, সেনাপতি বলিলেন, তুমি পরের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে সম্মত হইতেছ, ইহার কারণ কি। বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া, সেই সৈনিক-পুরুষ বলিল, ও ব্যক্তি আমার প্রাণদাতা। আমি একবার এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, তখন কেবল উহার যত্নে ও চেষ্টায়, আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এখন উনি সেইরূপ বিপদে পড়িয়াছেন, উহার প্রাণরক্ষা বিষয়ে যথাসক্তি চেষ্টা ও যত্ন না করিলে, আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হইব। সেনাপতি, সামান্য সৈনিক পুরুষের এতাদৃশ উন্নতচিত্ততা দর্শনে নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, তাহার অপরাধের মার্জ্জনা করিলেন, এবং যে ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য, সে অকাতরে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদীয় কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ, সে ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষার আদেশ দিলেন। এইরূপে দ্বিবিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে, সেই উন্নতচিত্ত সৈনিক পুরুষ, প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, গদগদ বচনে, সেনাপতির প্রশংসাকীৰ্ত্তন করিতে করিতে, প্রস্থান করিল।

---

## নিঃস্পৃহতা

মাসিডনের অধীশ্বর প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী আলেগ্জাণ্ডার, সাইডমের অধিপতি স্ট্যাটোকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং স্থায়ী প্রিয়পাত্র হিপষ্টিয়নের উপর এই ভার দিলেন, এই নগরের যে ব্যক্তি তোমার বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা যোগ্য হয়, তাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। এই সময়ে হিপষ্টিয়ন্ যাঁহাদের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা দুই সহোদর। উভয়েই যুবা পুরুষ, এবং সেই নগরের সর্বপ্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিপষ্টিয়ন্ তাঁহাদিগকে বলিলেন, আলেগ্জাণ্ডার আমার উপর রাজা স্থির করিবার ভার দিয়াছেন, তদনুসারে, আমি তোমাদের দুই সহোদরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব, মনস্থ করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাজসিংহাসনে অধিকৃত হইতে সম্মত নহি। এ দেশে, পূর্বাপর এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, —যে ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করে, সে সিংহাসনে অধিকৃত হইতে পাবে না। আমরা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করি নাই, সুতরাং, সিংহাসনে অধিকৃত হইবার যোগ্য নহি। তাঁহাদিগকে এইরূপ নিঃস্পৃহ ও নিঃস্বার্থ দেখিয়া, হিপষ্টিয়ন্ যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত ও বিস্মাপন্ন হইলেন, এবং প্রসন্নচিত্তে, তাঁহাদিগকে সাধুবাদপ্রদান করিয়া, বলিলেন, যিনি, সিংহাসনে আকৃত হইয়া, ইহা মনে রাখিবেন যে, তোমরা তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ রাজবংশোদ্ভব একরূপ এক ব্যক্তির নাম নির্দেশ কর।

হিপষ্টিয়নের কথা শুনিয়া, তাঁহারা দুই সহোদরে বলিলেন, দেখুন, অনেক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি, দুরাকাণ্ডক্ষার বশীভূত হইয়া, রাজ্যালাভের লোভে, আলেগ্জাণ্ডারের প্রিয়পাত্রদিগের শরণাগত হইয়াছেন, এবং নিতান্ত নীচের ন্যায়, অবিশ্রান্ত তাঁহাদের আনুগত্য করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত করিয়া দিলে, আমাদের উপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু, আমরা অর্থলোভের বশীভূত, অথবা প্রতিপত্তিলাভের অভিলাষী নহি, এজন্য তাদৃশ কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারি না। এব্‌ডেলোনিমস্ নামে এক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি আছেন, আমাদের বিবেচনায়, তিনিই সর্বাপেক্ষা সিংহাসনের যোগ্য পাত্র। কিন্তু, তাঁহার অবস্থা অতি মন্দ, নগরের বহির্ভাগে একটি উদ্যান আছে, তাহাতে অবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়া, যাহা পান, তাহাতেই অতিকষ্টে দিনপাত করেন। কিন্তু, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, ধর্মশীল ও সংপথবর্তী পুরুষ কখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, হিপষ্টিয়ন্ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং রাজযোগ্য পরিচ্ছদ তাঁহাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, এই পরিচ্ছদ পরাইয়া, এব্‌ডেলোনিমস্কে এই স্থানে উপস্থিত কর। তদনুসারে, তাঁহারা দুই সহোদর, রাজপরিচ্ছদ হস্তে করিয়া, এব্‌ডেলোনিমসের অন্বেষণে নির্গত

হইলেন। ইতস্ততঃ নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা তদীয় উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি, খুবপ্র লইয়া, ঘাস তুলিতেছেন। তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া, জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিলেন, আমি আপনার জন্য এই রাজ-পরিচ্ছদ আনিয়াছি, চিরাভ্যস্ত নিকৃষ্ট পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, রাজপরিচ্ছদ ধারণ করুন। আপনি, যাবজ্জীবন, ধর্মপথে চলিয়াছেন; একক্ষণের জন্যও, কোনও কারণে তাহা হইতে বিচলিত হয়েন নাই; কেবল এই হেতুবশতঃ, আপনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন; এক্ষণে আপনি প্রজাবর্গের ধনের ও প্রাণের কর্তা হইলেন। আমাদের প্রার্থনা ও অনুবোধ এই, যেন সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ধর্মপথ হইতে কদাচ বিচলিত না হন।

এই সকল কথা শুনিয়া ও আতীত রাজপরিচ্ছদ দৃষ্টিগোচর করিয়া, এব্‌ডেলোনিমস্ স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিলেন, এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, এরূপ আমায় উপহাসাস্পদ করা তোমাদের উচিত নহে। তাঁহারা বলিলেন, না মহাশয়, আমরা উপহাস করিতেছি না, আমরা ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, আপনি যথাযথই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি, তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া, রাজপরিচ্ছদধারণে, কোনও মতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে, তাঁহারা বলপূর্বক তাঁহাকে স্নান করাইয়া, রাজপরিচ্ছদ পরাইলেন, এবং, অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া, তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, এই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল। অধিবাসিবর্গের অধিকাংশই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, কিন্তু কতকগুলি লোক, বিশেষতঃ যাঁহারা ঐশ্বর্যশালী, এব্‌ডেলোনিমস্ অতি হীন অবস্থার লোক বলিয়া, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। আলেগ্‌ জাওয়ার আদেশ অনুসারে, নূতন রাজা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি একদৃষ্টিতে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার স্বভাব, চরিত্র ও বংশমর্যাদার বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তোমার আকারে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু, তুমি এত দিন কেমন করিয়া, এমন হীন অবস্থায়, কালযাপন করিতে পারিলে, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত, আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া, এব্‌ডেলোনিমস্ বলিলেন, মহারাজ, আমার যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, এই দুই হস্ত তাহার আহরণ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু, যখন আমার কিছুই ছিল না, তখন কিছুই আবশ্যক হইত না। এই উত্তর শ্রবণে, আলেগ্‌জাওয়ার যৎপরোনাস্তি প্রীতি ও প্রসন্ন হইলেন, এবং, পূর্বতন রাজার বেশ, ভূষ, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বস্তু তাঁহাকে দিলেন। তদ্যতিবিক্ত তদীয় আদেশ অনুসারে, পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সকল তাঁহার রাজ্যে যোজিত হইল।

---

## ধৰ্মশীলতার পুরস্কার

কণ্টাই রাজকুমার, ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে, ফিলিপসবৰ্গ অৱরুদ্ধ কৰিয়াছিলেন, ঐ সময়ে, এক সৈনিক-পুরুষ নিৰতিশয় সাহস ও পৰাক্ৰম প্রদৰ্শিত কৰাতে, রাজকুমার, সাতিশয় প্রীত হইয়া, একটি স্বৰ্ণমুদ্রা থলি বহিষ্কৃত কৰিয়া, তাহার হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন, তুমি যেকুপ ক্ষমতাপ্ৰকাশ কৰিয়াছ, ইহা, কোনও অংশে তাহার যথোপযুক্ত পুরস্কার নহে। সৈনিক-পুরুষ, পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইল, এবং যথোচিত বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে, নমস্কার কৰিয়া, চলিয়া গেল।

পরদিন, প্রাতঃকালে, ঐ সৈনিক-পুরুষ, দুইটি হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় ও কতিপয় মহামূল্য রত্ন হস্তে কৰিয়া, রাজকুমারের নিকটে উপস্থিত হইল; এবং নিবেদন কৰিল, মহাশয়, থলির মধ্যে যে সমস্ত স্বৰ্ণমুদ্রা ছিল, সেই গুলি, আমায় দেওয়াই আপনার অভিপ্ৰেত। কিন্তু, সেই থলির মধ্যে এই গুলিও ছিল, এ গুলি আমায় দেওয়া আপনার অভিপ্ৰেত ছিল, আমার একুপ বোধ হইতেছে না; সুতরাং এ গুলিতে আমার অধিকার নাই। এজন্য, আমি এ গুলি আপনাকে ফিৰিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, সেই হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় প্রভৃতি রাজকুমারের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

রাজকুমার, সেই সৈনিক-পুরুষের অসাধারণ সাহস ও পৰাক্ৰম দৰ্শনে, যত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার অসাধারণ ধৰ্মশীলতা দৰ্শনে, তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন, এবং প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, কল্য তোমার সাহস ও পৰাক্ৰমের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, স্বৰ্ণমুদ্রা গুলি দিয়াছিলাম, অদ্য, তোমার ধৰ্মশীলতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, এই দিলাম, তুমি লইয়া যাও। ইহা বলিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় কৰিলেন। সৈনিক-পুরুষ, রাজকুমারের এতাদৃশ বদান্যতা ও উদারচিত্ততা দৰ্শনে, যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, ভক্তিপূৰ্বক প্রণাম কৰিয়া, প্রস্থান কৰিল।



## অদ্ভুত ন্যায়পরতা

পল্লীগ্ৰামস্থ এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমি একদিন ছাত্রদিগকে পুস্তকের যে অংশ পড়াইলাম, তাহাতে একটি দুৰূহ শব্দ ছিল, উহার বর্ণনির্দেশ, অর্থাৎ বানান করা সহজ নহে। বালকেরা ঐ কথাটির বর্ণয়োজনায় মনোযোগ দিয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, শ্রেণীর সর্বপ্রথম ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঠিক বলিতে পারিল না। তৎপরে দ্বিতীয়, তৎপরে তৃতীয়, এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম, কেহই ঠিক বলিতে পারিল না। অবশেষে, সর্বশেষ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে, যে বানান করিল, তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইল। তখন আমি ঐ ছাত্রকে শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসিতে বলিলাম। সে আহ্লাদিতচিত্তে, ঐ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

অনন্তর, ঐ কথাটির প্রকৃত বর্ণয়োজনা, শ্রেণীস্থ সকল ছাত্রকে শিখাইবার নিমিত্ত, আমি খড়ি লইয়া, ঐ কথাটি বোর্ডে<sup>[১]</sup> লিখিলাম, এবং সকলকে বলিলাম, এই কথাটির বর্ণয়োজনা অতি দুৰূহ, অমুখ ভিন্ন তোমরা কেহ বলিতে পার নাই; তোমাদিগকে কথাটির বর্ণয়োজনা দেখাইবার নিমিত্ত, বোর্ডে লিখিলাম, সকলে দেখিয়া শিখিয়া লও।

শিক্ষক, এই কথা বলিয়া, বিরত হইলেন। ইতঃপূর্বে, যে ছাত্রটি ঠিক বানান করিয়াছে বলিয়া, শ্রেণীর প্রথম স্থানে উপবেশিত হইয়াছিল, সে বলিল, মহাশয়, আপনি যেরূপ লিখিলেন, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি যে বানান করিয়াছি, তাহা ঠিক হয় নাই। আমি ঠিক বানান করিয়াছি, এই বোধ করিয়া, আপনি আমায় শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসাইয়াছেন। কিন্তু যখন আমি ঠিক বানান করিতে পারি নাই, তখন আমার এ স্থানে বসিবার অধিকার নাই, অতএব, আমি আপন স্থানে যাই। এই বলিয়া, সেই ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ, শ্রেণীর সর্বশেষ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

এই শ্রেণী, অতি অল্পবয়স্ক বালকগণে সম্ভ্রাণিত। তন্মধ্যে এই বালকটি সকল বালক অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। এই অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশ ন্যায়পরতা দেখিয়া, শ্রেণীর শিক্ষক সাতিশয় বিস্মাপন্ন হইলেন, এবং নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, ঈদৃশ অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশী ন্যায়পরতা সর্বিশেষ প্রশংসার বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।

১. <sup>↑</sup> বোর্ড—কাষ্ঠফলকনির্মিত দ্রব্যবিশেষ, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে এক একটি থাকে। শ্রেণীস্থ সকল বালককে কোনও বিষয় দেখাইবার

আবশ্যকতা হইলে, উহা ঐ কাষ্ঠফলকে লিখিত হইয়া থাকে। উহা  
একপে নির্মিত ও একপে স্থাপিত হয় যে, উহাতে যাহা লিখিত হয়,  
শ্রেণীস্থ সমস্ত বালক স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া, দেখিতে পায়।

## প্রকৃত ন্যায়পরতা

পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে, পারস্য দেশের কোনও রাজা, যার পর নাই ন্যায়পরায়ণ বলিয়, সবুত্র সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে, কদাচ অন্য্যাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না, এবং, কাহাকেও অন্য্যাচরণে উদ্যত দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করিতেন।

একদা, তিনি, রাজধানীর অতি দূরবর্তী কোনও অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ও অনুসরণে, অবিশ্রান্ত পর্যটন করিয়া, রাজা নিত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইলেন, এবং স্থায় অনুযায়ীদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, পরিচারকদিগকে সস্তর আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাহারা আহার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দেখিল, রাজধানী হইতে প্রস্থানকালে, রাজার আহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য আনীত হইয়াছে, কেবল লবণ আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

যাহাদের অমনোযোগে লবণ আনীত হয় নাই, সে ব্যক্তির যথোচিত ভাষ্যসনা করিয়া, প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে, অদূরবর্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিয়া, বলিল, যত সস্তর পার, ঐ গ্রাম হইতে লবণ লইয়া আইস। রাজা, পাকশালার সমীপবর্তী পটমণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন, লবণের অভাবে, পাকশালায় যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অবশেষে, প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে যেরূপে লবণ আনিবার নিমিত্ত পাঠাইল, সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি লবণ আনিতে যাইতেছিল, তিনি তাহাকে আপন নিকটে আনাইলেন, এবং বলিলেন, প্রকৃত মূল্য না দিয়া, লবণ আনিলে, আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। অতএব, সাবধান, যেন প্রকৃত মূল্য না দিয়া, কাহারও নিকট হইতে লবণ, অথবা অন্য কোনও দ্রব্য লওয়া না হয়।

এই রাজকীয় আদেশ ও উপদেশ অনুসারে, সে ব্যক্তি প্রধান পরিচারকের নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, মূল্যপ্রার্থনা করিল। পাকশালাস্থ পরিচারকবর্গ, ঈদৃশ অতি সামান্য বিষয়েও রাজার তাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া, যৎপবোনাস্তি বিস্মাপন্ন হইল। প্রধান পরিচারক রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, বলিল, মহারাজ, মূল্য না দিয়া আপনার জন্য যৎকিঞ্চিৎ লবণ লইলে, কি কোন দোষ হইতে পারে?

প্রধান পরিচারকের এই বাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, রাজা বলিলেন, দেখ, এক্ষণে পৃথিবীতে সচরাচর, যত অত্যাচার ও অন্য্যাচরণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এইরূপে অতি সামান্য বিষয় হইতেই ঐ সমস্তর সূত্রপাত হইয়াছে। আমি রাজা; আমি যদি মূল্য না দিয়া, অল্পমাত্র লবণ লই, ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে রাজপুরুষেরা মূল্য না দিয়া,

অধিক মূল্যের বস্তু সকল লইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপে যাহাদের বস্তু লওয়া যাইবে, রাজা অথবা রাজপুরুষেরা লইতেছেন, কিছু বলিলে তাঁহাদের কোপে পতিত হইতে হইবে, এই ভয়ে, কেহ কিছু বলিতে পারিবে না, কিন্তু, মনে মনে গালি দিবে ও নিন্দা করিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ফলকথা এই, ছল, বল, কৌশল, অথবা অন্যবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্বক, কাহারও কোনও বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা যে, যার পর নাই গর্হিত ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর সকল লোকে এই রাজকীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সংসার সৰ্বাংশে নিরুপদ্রব ও যার পর নাই সুখের স্থান হইয়া উঠে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু মানবজাতি, বিশেষতঃ ক্ষমতাপন্ন জাতি ও ব্যক্তিবর্গ, স্ব স্ব আচরণের পূর্বাপর যেরূপ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

---

## ন্যায়পরতার পুরস্কার

ইংলণ্ডদেশীয় ফিট্‌জ্ উইলিয়ম্ নামক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর এক প্রজা, তাঁহার নিকটে গিয়া জানাইল, মহাশয়, আপনি যে বনে মৃগয়া করিতে যান, উহার সন্নিহিতে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রে আমি গমের চাষ করিয়াছিলাম। এ বৎসর বিলক্ষণ শস্য জন্মিবে, সুতরাং, আমার বিলক্ষণ লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু, আপনার সমভিব্যাহারী বহুসংখ্যক লোকের সতত যাতায়াত দ্বারা, সমস্ত শস্য একবারে নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং, আমি যে লাভের আশা করিয়াছিলাম, তাহাও এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রজার এই আবেদন শুনিয়া, ভূম্যধিকারী বলিলেন, সখে, তুমি যে ক্ষেত্রে উল্লেখ করিলে, মৃগয়াকালে আমরা ঐ ক্ষেত্রে সমবেত হইতাম, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, এবং আমরা সমবেত হওয়াতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। তোমার কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার একটি ফর্দ করিয়া আন, আমি তোমার ক্ষতির পূরণ করিব।

ভূম্যধিকারীর এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, প্রজা বলিল, মহাশয়, আমি আপনার দয়া ও সন্ধিবেচনার পূর্বাধার যেরূপ পরিচয় পাইয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার ক্ষতির বিষয় আপনকার গোচর হইলে, আপনি অবশ্যই আমার ক্ষতিপূরণ করিবেন, তাহা বিলক্ষণ জানি। এজন্য, এক আশ্বীয়েকে আমার ক্ষতির নিকূপণ করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। তিনি, সর্বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, যেরূপ নিকূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাঁচ শত টাকা পাইলে, আমার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে, ইহাতে আপনকার সেরূপ অভিপ্রায় হয়। এই কথা শ্রবণগোচর হইবামাত্র, ভূম্যধিকারী, পাঁচ শত টাকা দিয়া, তাহাকে বিদায় করিলেন।

কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পূর্ব পূর্ব বৎসরে, ঐ ক্ষেত্রে যেরূপ শস্য জন্মিত, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক শস্য জন্মিল। ফলতঃ, ঐ ক্ষেত্রে, এ বৎসর, প্রজার, যেরূপ প্রচুর লাভ হইল, কস্মিন্ কালেও, তাহার ভাগ্যে সেরূপ লাভ ঘটে নাই। তখন সেই প্রজা, পুনরায় ভূম্যধিকারীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং বলিল, মহাশয়, অমুক বনের সন্নিহিত ক্ষেত্রের বিষয়ে, কিছু নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, ভূম্যধিকারী বলিলেন, আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, তোমার নির্দেশ অনুসারে, ঐ ক্ষেত্রসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তোমায় পাঁচ শত টাকা দিয়াছি, তাহাতে কি তোমার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয় নাই?

ভূম্যধিকারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, সেই প্রজা, বিনয়নবচনে নিবেদন করিল, মহাশয়, ঐ ক্ষেত্রে আমায় কোনও অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে

হয় নাই। এ বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। অন্যান্য বৎসর, আমার যেরূপ লাভ হয়, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক লাভ হইয়াছে। এজন্য আমি আপনকার দত্ত ক্ষতিপূরণের পাঁচ শত টাকা ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, সে, ভূম্যধিকারীর সম্মুখে পাঁচ শত টাকা রাখিয়া দিল।

প্রজার এতাদৃশী ন্যায্যপরতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, ভূম্যধিকারী প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে, স্নেহ বচনে বলিলেন, এরূপ ব্যবহার দেখিলে, আমার বড় আহ্লাদ হয়। মনুষ্যমাত্রেরই এরূপ ব্যবহার করা সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক। এই বলিয়া, তিনি সেই প্রজার সহিত সান্তিশয় সদয়ভাবে কথোপকথন করিলেন, এবং তদীয় অবস্থা ও পরিবার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় লইলেন, অনন্তর, গাত্রোথান পূর্বক, পার্শ্ববর্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া, সহস্র মুদ্রা লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন; এবং, এ তোমার নিরতিশয় প্রশংসনীয় ন্যায্যপরতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার, এই বলিয়া, পূর্বদত্ত পঞ্চ শত মুদ্রার সহিত, সেই সহস্র মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া, প্রসন্ন বদনে, সাদর বচনে, তাহাকে বিদায় করিলেন।

---

## ন্যায়পরতা ও ধৰ্মশীলতা

ইংলেণ্ডের অন্তঃপাতী উৰষ্টাৰ্ শায়ৰ্ প্রদেশে, ইবেশাম নামে এক উপত্যকা আছে। এক প্রাচীন ধনবান্ পাদরি, বহুকাল অবধি, তত্রত্য (দেবালয়ের) অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় শয্যা, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু, নিলাম করিয়া, বিক্রীত হইল। ঐ দেবালয়ে মৃত পাদরির এক সহকারী নিযুক্ত ছিলেন, তিনিই দেবালয়সংক্রান্ত সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি যে সামান্য বেতন পাইতেন, তাহাতে তদীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত না; ফলতঃ, তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন।

যৎকালে, মৃত পাদরির বস্তু সকল বিক্রীত হয়, তৎকালে তিনি একটি পুরাতন আলমারি কিনিয়াছিলেন। তিনি আলমারিটি বাটীতে আনিয়া, ঝাড়িয়া পুছিয়া, পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। আলমারিতে দুইটি দেবাজ ছিল। একটি দেবাজ খুলিয়া, তাহার ভিতরে, তিনি দুইটি টাকার থলি দেখিতে পাইলেন, থলি খুলিয়া গণিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক থলিতে দুই শত গিনি আছে। এই গিনিগুলি আশ্বসাং করিলে, তিনি যাবজ্জীবন সুখে ও স্বচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে পারিতেন।

যদিও, যার পর নাই দুঃখী ছিলেন, কিন্তু, অর্থলোভে অসং পথে পদাৰ্পণ করিতে পারেন, তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সাতিশয ধৰ্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, অসং উপায়ে অর্থলাভ করা অতি গর্হিত ও ধৰ্মবিরুদ্ধ কৰ্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি, মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি এই আলমারি কিনিয়াছি, সুতরাং, আলমারিতে আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে, কিন্তু আলমারি কিনিয়াছি বলিয়া, আলমারির অভ্যন্তরস্থিত চারি শত গিনিতে, কোনও মতে, আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিতে পারে না। অতএব, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, এই গিনিগুলি আশ্বসাং করিলে, নিতান্ত নীচাশয় ও যার পর নাই অধাৰ্মিকের কার্য করা হইবে। পরস্ব-হরণ, লোকতঃ ও ধৰ্মতঃ, সৰ্ব্বতোভাবে, নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কৰ্ম।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি, গিনি লইয়া মৃত পাদরির উত্তরাধিকারীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং সবিশেষ সমস্ত, তাঁহাদের গোচর করিয়া, গিনিগুলি তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা, তদীয় ঈদৃশ আচরণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং এই পৃথিবীতে আর কেহ, আপনকার ন্যায় ধৰ্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ আছেন, আমাদের একরূপ বোধ হয় না, এইরূপ বলিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।



## শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল

এক দীন কৃষিজীবী, টস্কানির অধীশ্বর আলেগ্জাণ্ডারের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি একদিন একটি মোহরের থলি পাইয়াছিলাম খুলিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে যাটিটি মোহর আছে। লোকমুখে শুনিতে পাইলাম, ঐ থলিটি ফ্রিয়ুলিনামক সওদাগরের, তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি, এই হারাণ থলি পাইয়া, তাহার নিকটে উপস্থিত করিবে, তিনি তাহাকে দশ মোহর পুরস্কার দিবেন। এই কথা শুনিয়া, আমি তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং মোহরের থলিটা তাহার সম্মুখে রাখিয়া, অঙ্গীকৃত পুরস্কারের প্রার্থনা করিলাম। তিনি পুরস্কার না দিয়া, তিরস্কার করিয়া আমায় আপন আলায় হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। আমি এ বিষয়ে, আপনার নিকট, বিচারপ্রার্থনা করিতেছি।

তদীয় অভিযোগ শ্রবণগোচর হইবামাত্র, তিনি এই আদেশপ্রদান করিলেন, ফ্রিয়ুলিকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। সে সম্মুখে আনীত হইল। তিনি, সাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি; পুরস্কারদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলে কি না? আর যদি অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার দিতে অসম্মত হইতেছ কেন? সে বলিল, হাঁ মহারাজ, আমি পুরস্কার দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যথার্থ বটে; এবং পুরস্কার দিতেও অসম্মত ছিলাম না, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম, কৃষক নিজেই আপনকার পুরস্কার করিয়াছে। মহারাজ, যখন আমি ঘোষণা করি, তখন ঐ থলিতে যাটিটি মোহর আছে বলিয়া, আমার বোধ ছিল, বস্তুতঃ উহাতে সত্তরটি মোহর ছিল। দশটি মোহর কৃষক আত্মসাৎ করিয়াছে।

সওদাগরের এই হেতুবাদ শ্রবণে, তিনি, তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, থলি পাইবার পূর্বে, তোমার ওরূপ বোধ হইতেছিল কি না? তখন সওদাগর বলিলেন, না মহারাজ, থলিতে যে সত্তরটি মোহর ছিল, থলি পাইবার পূর্বে, আমার সেরূপ বোধ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি এই কৃষকের চরিত্রের বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি, অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করিতে পারে, এ সেইরূপ প্রকৃতির লোক নহে। ও থলি পাইয়াছিল, তাহাতে যদি সত্তরটি মোহর থাকিত, তাহা হইলে, সত্তরটিই তোমার নিকটে উপস্থিত করিত। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ বিষয়ে তোমাদের উভয়েরই ভুল হইয়াছে। ও যে থলি পাইয়াছে, তাহাতে যাটিটি মোহর আছে, কিন্তু তোমার থলিতে সত্তরটি মোহর ছিল। অতএব, এ থলিটি তোমার নয়।

এই বলিয়া, তিনি, সওদাগরের হস্ত হইতে সেই থলিটি লইয়া, কৃষকের হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন, তোমার ভাগ্যবলে, তুমি এই থলিটি পাইয়াছ, ইহাতে যাহা আছে, তাই তোমার, তুমি স্বচ্ছন্দে ভোগ কর, যদি উত্তরকালে



কেহ কখনও এই থলির দাবি করে, তুমি আমায় জানাইবে। এই থলি  
উপলক্ষে, যদি কেহ তোমায় ক্লেস দিতে উদ্যত হয়, আমি তাহার প্রতিবিধান  
করিব। এই বলিয়া তিনি কৃষক ও সওদাগর, উভয়কে বিদায় করিলেন।

---

## ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস

একটি দুঃখী বালক অল্প বয়সে পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়াছিল। সে পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। তদীয় ভরণপোষণের ভারগ্রহণ করেন, তাহার একরূপ কোনও আশ্রয় ছিলেন না। আহাৰ প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যিক বিষয়ে তাহার ক্লেণের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা বিলক্ষণ ছিল। সে স্থির করিয়াছিল, আমি প্রাণান্তে পেরে গলগ্রহ হইব না, পেরে গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা অনাহারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। যথাশক্তি পবিত্রম করিয়া, যাহা পাইব, তাহাতেই কোনও রূপে আপন ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

একদিন এই দীন বালক শুনিতে পাইল, অমুক ব্যক্তির একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি লোকের অন্বেষণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, সে, ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আপনকার কি একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে? যদি সেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় নিযুক্ত করুন। সে ব্যক্তি বলিলেন, এক্ষণে আমার ওরূপ পরিচারকের প্রয়োজন নাই। বালক শুনিয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ম্লান-বদনে দণ্ডায়মান রহিল।

সে ব্যক্তি বালকের মুখ ম্লান দেখি দুঃখিত হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোথাও কৰ্ম্ম জুটিতেছে না? তখন বালক বলিল, না মহাশয়, আমি অনেক চেষ্টা দেখিতেছি, কিন্তু কোথাও কিছু হইতেছে না। একটা স্ত্রীলোক আমায় বলিয়াছিলেন, আপনকার লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই জন্য আপনকার নিকটে আসিয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম, তিনি সবিশেষ না জানিই ওরূপ বলিয়াছিলেন।

বালকের ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তখন তিনি আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত কহিলেন, তুমি হতোৎসাহ হইও না। এই কথা শুনিয়া, বালক প্রফুল্লচিত্তে বলিল, না মহাশয়, যদিও আমি অশন বসন প্রভৃতি সৰ্ববিষয়ে, সাতিশয় ক্লেণ পাইতেছি, তথাপি একদিনের জন্যও হতোৎসাহ হই নাই। সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি অচিরে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া, আপন ক্লেণ দূর করিতে পারিব। দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থায় অন্বেষণ করিতেছি।

এক ডাক্তার, কিঞ্চিৎ দূরে অলক্ষিতভাবে অবস্থিত হইয়া, এই কথোপকথন শুনিতোছিলেন। তিনি বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া

বলিলেন, ওহে বালক, তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমায় নিযুক্ত করিব, আমার, তোমার মত পরিচারকের প্রয়োজন আছে। এই বলিয়া, তিনি সেই বালককে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন, এবং তাহাকে যে সকল কৰ্ম্ম করিতে হইবে, সে সমুদয় বলিয়া দিলেন। বালক, এই রূপে নিযুক্ত হইয়া, যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতে লাগিল, একদিন একক্ষণের জন্যও আলস্য বা উদাস্য করিল না। তদর্শনে ডাক্তার, যার পর নাই প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

## সংসারে নম্র হইয়া চলা উচিত

আমেরিকা মহাদ্বীপে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিখ্যাত বিদ্বান, বিলক্ষণ কার্যদক্ষ ও রাজনীতিবিষয়ে বহুদর্শী ছিলেন, এবং কি স্বদেশে, কি বিদেশে, অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স অল্প, সে সময়ে, তিনি, ডাক্তার কটন্ মেথরের নিকট একটি উপদেশ পাইয়াছিলেন; ঐ উপদেশের উল্লেখ করিয়া, তদীয় পুত্র ডাক্তার সামুয়েল্ মেথরকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে, পাসিনামক স্থান হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে।

১৭২৪ সালে আমি আপনার পিতার সহিত শেষ দেখা করি, তৎপরে আর আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন কুরিয়া, আমি তাঁহার নিকট বিদায় হইলাম। প্রস্থানকালে তিনি আমায় একটি পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, “এই পথটি সোজা, এই পথ দিয়া গেলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইতে পারিবে”। এই পথটি অল্প-পরিসর, মধ্যস্থলে মাথার উপর একটি কড়িকাঠ ছিল। আমি ঐ পথ দিয়া চলিলাম। আপনকার পিতা আমার পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। এই সময়েও আমরা কথোপকথন করিতেছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, আপনকার পিতা, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথা নীচ কর, মাথা নীচ কর। কি জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া ওরূপ বলিলেন, তৎকালে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ পরেই কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল। তখন, কেন তিনি মাথা নীচ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলাম।

আপনকার পিতা অতি মহাশয় লোক ছিলেন; কোনও একটা উপলক্ষ হইলেই, অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হিতার্থে যত্নপূর্ব্বক উপদেশ দিতেন। কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল দেখিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিলেন, এবং এই উপলক্ষ করিয়া, আমায় বলিলেন, দেখ, তুমি যৌবনদশায় উপনীত হইয়াছ। অতঃপর তোমায় সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে হইবে। “সংসার অতি বিষম স্থান, অসাবধান ও উদ্ধত হইয়া চলিলে, পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। অতএব, সাবধান ও নম্র হইয়া চলিবে, মস্তক উন্নত করিয়া চলিলে, সর্ব্বদা এইরূপ আঘাত পাইতে হইবে”।

এই নিরতিশয় হিতকর উপদেশবাক্য শ্রবণ অবধি, সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আমি অশেষ প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন দেখিতে পাই, কোনও ব্যক্তি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, মস্তক উন্নত করিয়া, উদ্ধতভাবে চলেন, এবং তজ্জন্য পদে পদে অপদস্থ, অবমানিত ও বিপদগ্রস্ত হইয়েন, তখন এই উপদেশবাক্যের মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তিমাত্রেরই এই উপদেশবাক্যের অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক।

\_\_\_\_\_

## সৌজন্য ও সন্ধিবেচনা

রোম নগরীতে বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত ছিল, পাঁচ বৎসর অন্তর একটি সভা হইত। যে সকল ব্যক্তি কাব্যরচনা করিতেন, তাঁহারা স্বরচিত কাব্য ঐ সভায় উপস্থিত করিতেন। যাঁহার কাব্য সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত, তিনি সোণার মেডাল<sup>[১]</sup> ও হাতীর দাঁতের বীণা পুরস্কার পাইতেন।

সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট ট্রেজানের রাজত্বসময়ে অনেকের রচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভা সমর্পিত হইত। লুশিয়স্ বেলিরিয়স্ নামক এক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, সেই কাব্যখানিও ঐ সভায় সমর্পিত হইয়াছিল। সভ্যদিগের বিবেচনায়, এই অল্পবয়স্ক বালকের রচিত কাব্যখানি, সে বৎসর সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং তিনি নিরূপিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রোমীয়দিগের এই রীতি ছিল, কোনও ব্যক্তি অসাধারণ গুণপ্রকাশ করিলে, লোকের উৎসাহবর্দ্ধনার্থে তদীয় ধাতুময়ী প্রতিমূর্তি নিষ্প্রিত করাইয়া, নগরের সর্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করিতেন। এই প্রতিমূর্তির মস্তকে একটা মুকুট অর্পিত হইত। এরূপ অল্পবয়স্ক বালক সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্যের রচনা করিয়াছেন, এজন্য সকলে, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, তদীয় প্রতিমূর্তি নিষ্প্রিত করাইলেন।

প্রকাশ্য স্থানে প্রতিমূর্তি-স্থাপনের দিনস্থির হইল। নিরূপিত সময়ে, বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রতিমূর্তি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। অনন্তর, প্রধান রাজপুরুষ, প্রতিমূর্তির মস্তকে মুকুটস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, বেলিরিয়স্, এক যুবা পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। এই যুবা পুরুষ, পুরস্কারপ্রাপ্তির আশয়ে, স্বরচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য, অনেকের বিবেচনায়, অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু বেলিরিয়সের রচিত কাব্য অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট, এজন্য, পুরস্কার না পাওয়াতে, তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

বেলিরিয়স্, তদীয় আকারে ক্ষোভ ও বিষাদের স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, পুরস্কার পান নাই বলিয়া, ইনি এত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তিনি, রাজপুরুষের হস্ত হইতে মুকুট লইয়া, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, দেখুন, আপনি যে কাব্যের রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, সুতরাং, আপনিই পুরস্কার পাইবার যথার্থ যোগ্য পাত্র। কিন্তু, আমার বয়স অতি অল্প, এত অল্প বয়সে কাব্যরচনা করিতে পারিয়াছি, এজন্য, বিচারকেরা আমার

উৎসাহবর্ধনের নিমিত্ত, আমায় পুরস্কার দিয়াছেন, গুণ অনুসারে, বিবেচনা করিলে, আপনকারই পুরস্কার পাওয়া উচিত।

এইরূপ বলিয়া, সেই বালক আপন প্রাপ্য মুকুট, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে, প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তকে স্থাপিত করিলেন। সমবেত সমস্ত লোক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব সৌজন্য ও সন্নিবেচনা দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

1. ↑. মেডাল—অসাধারণ গুণের পুরস্কারার্থে ধাতুনির্মিত মূদ্রাবিশেষ।

## দোষস্বীকারের ফল

একদা, জন্মনি দেশের কোনও রাজা ফ্রান্স্দেশে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন। এই দেশে টুলো নামক স্থানে, সৈন্যসংক্রান্ত অস্ত্রশালা ছিল। একদিন, তিনি, অস্ত্রশালা দেখিবার নিমিত্ত, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক, সবিশেষ যত্ন ও সম্মান সহকারে তাঁহাকে সমস্ত দেখাইলেন; তত্ত্বাবধায়কের বিনীত ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে, রাজা সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন।

অস্ত্রশালাদর্শন সমাপ্ত হইলে, তত্ত্বাবধায়ক, রাজার সম্মুখবর্তী হইয়া, বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, অত্রত্য কারাগারে যে সকল অপরাধী রুদ্ধ আছে, তন্মধ্যে আপনি যাহাকে নির্দিষ্ট করিবেন, আপনার সম্মানার্থে আমি তাহাকে কারায়ুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনকার যেরূপ অভিরূচি হয়।

রাজা, তত্ত্বাবধায়কের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং লোক নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত তত্ত্বাবধায়কের সম্মুখবর্তী হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তিনি একে একে প্রত্যেক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং কি কারণে তুমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছ, এই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কয়েদী বলিল, মহারাজ, আমার কোন অপরাধ নাই, বিনা অপরাধে আমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছি। মহারাজ, অবিচার, অত্যাচার ও মিথ্যা অভিযোগের জ্বালায় এ দেশে বাস করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। রাজা ও রাজপুরুষেরা বিচারবিমুখ হইয়া, সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন, তাহাদের অত্যাচারে এ দেশে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না। কেহ কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজপুরুষেরা সে বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড দেন, আর রাজপুরুষেরা কাহারও উপর কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করাইয়া দণ্ড দিয়া থাকেন।

অবশেষে রাজা, এক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহার কারারুদ্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসিলে, সে বলিল, মহারাজ, আমি অতি দুঃস্থভাব ব্যক্তি, স্বভাবদোষে কত লোকের উপর কত অত্যাচার ও কত লোকের কত অনিষ্ট করিয়াছি, বলিতে পারি না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমার মত দুঃস্থ আর নাই। পূর্বে আমি আপন দোষ বুঝিতে পারিতাম না, এক্ষণে সবিশেষ অনুধাবন করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি, আমার যেরূপ গুরুতর অপরাধ, সে বিবেচনায় আমি লঘু দণ্ড পাইয়াছি। এই বলিতে বলিতে, তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।



তাহার কথা শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া, রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্থিৰ-দৃষ্টিতে ক্রিয়াক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তত্ত্বাবধায়ককে বলিলেন, আমার বিবেচনায় এ ব্যক্তিরই কারামুক্ত হওয়া উচিত। অতএব; আমি এই ব্যক্তিকে নির্দদিষ্ট করিলাম। তদনুসারে সে ব্যক্তি, সেই দণ্ডে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া, প্রস্থান করিল।

---

## নিঃস্পৃহতা ও উন্নতচিত্ততা

আমেরিকা দেশে ইংবেজদিগের এক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অনেক ইংবেজ তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই উপনিবেশ, ইংলণ্ডের রাজশাসনের অধীন ছিল। ইংলণ্ডে, রাজা ও প্রজার পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, আমেরিকার উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গেরও ইংলণ্ডের রাজার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। ফলতঃ, এই উপনিবেশ ইংলণ্ডাজ্যের অংশস্বরূপ পরিগণিত হইত।

উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গ ইংলণ্ডের রাজশাসন প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহাদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হইতেছিল। সমস্ত অবিচার ও অত্যাচার, ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনিবেশবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবেন, অর্থাৎ ইংলণ্ডের সহিত আর কোনও সংশ্রব না রাখিয়া, উপনিবেশের রাজশাসনকার্য্য আপনাই সম্পন্ন করিবেন। এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়াতে, উপনিবেশবাসীরা ইংলণ্ডে রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে, উপনিবেশবাসীরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন এবং সর্বতোভাবে স্বাধীন হইয়া, আপনারা উপনিবেশের রাজশাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

যখন এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের সহিত উপনিবেশের প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন উপনিবেশবাসীরা সমবেত হইয়া, আপনাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বসাধারণের প্রতিনিধি স্থির করিয়া, একটা প্রতিনিধিসমাজের স্থাপন ও ঐ সমাজের উপর সমস্ত কার্য্যনির্বাহের ভারাপণ করেন। প্রতিনিধিরা সমাজে সমবেত হইয়া, সর্ববিষয়ের সবিশেষ সমালোচনা পূর্বক সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

এই প্রতিনিধি-সমাজের সভাপতি সেনাপতি রীড্‌সাহেব, যার পর নাই ধর্ম্মশীল ও দেশহিতৈষী ছিলেন, সবিশেষ যত্ন, আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে কার্য্যনির্বাহ করিতেন। তাঁহার সভাপতিত্ব সময়ে বিবাবদনিষ্পত্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে কতিপয় দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া বুদ্ধিতে পারিলেন, সভাপতি রীড্‌সাহেবকে হস্তগত করিতে পারিলে, ইংলণ্ডের ইষ্টসিদ্ধির পথ পবিষ্কৃত হয়, তখন তাঁহারা রীড্‌সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি আপনি উপনিবেশের সংশ্রব পবিত্যাগ করিয়া, ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আমরা আপনকার যথোচিত সম্মান করি।

এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দশসহস্র গিনি উৎকোচ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বীড়সাহেব, উৎকোচদানের প্রস্তাব শ্রবণে মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, দেখুন, আমি অতি হীন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনাদের রাজা আমায় কিনিতে পারেন, তাঁহার এত টাকা নাই। এই বলিয়া, তিনি, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

ফলকথা এই, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, উৎকোচগ্রহণ পূর্বক স্বদেশের হিতসাধনে বিরত অথবা অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, মহামতি সেনাপতি বীড় সাহেব সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ প্রবৃত্তির লোক ছিলেন না। যাহাদের অর্থলোভ অতি প্রবল, এবং ধর্মাধর্মবোধ ও উচিতানুচিত বিবেচনা নাই, সেই নিতান্ত নীচাশয় নরাধমেরাই উৎকোচগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর যাহারা ন্যায়মার্গ অনুসারে কৃতকার্য্য হইতে না পারে; সেই দুরাচারেরাই উৎকোচদানরূপ অন্যায় উপায় অবলম্বন পূর্বক স্থায়ী অভিপ্রেতসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ, উৎকোচদান ও উৎকোচ গ্রহণ, উভয়ই সর্বতোভাবে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ও ধর্মবিরুদ্ধ ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দস্যু, তস্কর, উৎকোচ গ্রাহী, ইহারা একসম্প্রদায়ের লোক।

---

## নিরপেক্ষতা ও ন্যায্যপরতা

জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্ব সময়ে আমেরিকার ইয়ুনাইটেড ষ্টেটস প্রদেশে একটি লোক নিযুক্ত হইবে, উহা বিলক্ষণ লাভের ও সম্মানের পদ। ঐ পদে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনায় দুই ব্যক্তি আবেদন করেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সভাপতির অতি আত্মীয়। সকল স্থানে সকল সময়ে সকলের সমক্ষে সভাপতি এই ব্যক্তির উপর অকৃত্রিম স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তার প্রদর্শন করিতেন। উভয়ে সর্বদা একত্র উপবেশন ও একত্র আহারবিহার প্রভৃতি করিতেন। বস্তুতঃ, এই ব্যক্তি সভাপতির বহু কালের আত্মীয় ছিলেন। আমি অবধারিত এই পদে নিযুক্ত হইব, এই বিশ্বাসে ইনি আবেদন করিয়াছিলেন; এবং সকল লোকও স্থির করিয়াছিলেন, ইনিই এই পদে অবধারিত নিযুক্ত হইবেন। অপর আবেদনকারী সভাপতির চিরবিবোধী। সভাপতি যখন যাহা করিতেন, এই ব্যক্তি তাহাতেই দোষারোপ করিতেন, এবং সভাপতি যাহাতে অপদস্থ হইতেন, সতত সে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু ইনি বিলক্ষণ কার্যদক্ষ, পরিশ্রমী ও সংপথবত্তী ছিলেন; বুদ্ধি ও বিবেচনা, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সম্বর ও সুশৃঙ্খলরূপে কার্যনির্বাহ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ, উপস্থিত পদে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত ইনি সর্বপ্রকারে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, সভাপতি আপন প্রিয়পাত্রকে নিযুক্ত না করিয়া, এ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন, ইহা কেহ একক্ষণের জন্যও মনে করেন নাই।

কিন্তু ওয়াশিংটন যার পর নাই নিরপেক্ষ ও ন্যায্যপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং স্বীয় বিপক্ষকে স্বীয় আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকেই উপস্থিত পদে নিযুক্ত করিলেন। এই নিয়োগ দর্শনে, ব্যক্তিমাতেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদীয় আত্মীয় সাতিশয় ক্ষুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং যৎপরোনাস্তি অবমানিত বোধ করিলেন। এক আত্মীয়, অমুককে নিযুক্ত না করা অতি অন্যায় হইয়াছে, এই বলিয়া, অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন ওয়াশিংটন বলিলেন, দেখ, অমুক আমার আত্মীয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই, এবং এতদিন আমি তাহার উপর যেরূপ স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণেও তদ্রূপ করিব, তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিপক্ষ তাহার অপেক্ষা সর্বাত্মক যোগ্য ব্যক্তি, আত্মীয় ব্যক্তির হিতসাধনের অনুরোধে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করা, কোনও মতে ন্যায্যানুগত হইতে পারে না। এজন্য আমি তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারি নাই। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, এ আমার নিজের বিষয় হইলে আমি যথেষ্ট আচরণ করিতে পারিতাম। আমি সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, যাহাতে সর্বসাধারণের হিত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলাই আমার পরে এক্ষণে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক। অমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়, অতএব তাহার হিতসাধন করিব, অমুক ব্যক্তি আমার বিপক্ষ, অতএব তাহার অহিতসাধন করিব, যদি

একপ বুদ্ধি ও একপ বিবেচনার অনুবর্তী হইয়া চলি, তাহা হইলে এই দণ্ডে  
আমার সভাপতির আসন হইতে অপসারিত হওয়া উচিত।

---

## যথার্থ বিচার

তুরস্কদেশীয় এক ধনবান্ ব্যক্তি, বলপূর্ব্বক, এক দুঃখী প্রতিবেশীর বাসস্থান অধিকার করেন। দুঃখী ব্যক্তি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। এই ব্যক্তির নিকট বাটীর দলীল ছিল। কিন্তু, তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ ঐ দলীল অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অর্থবলে বহুসংখ্যক সাক্ষীর যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনায়াসে আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার বাসনায়, তিনি বিচারপতিকে পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দেন।

বিচারপতি অতিশয় ধর্ম্মশীল ও নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, অর্থলোভী ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন না। প্রতিবাদী উৎকোচ দেওয়াতে তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন, এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহ অন্যায় করিয়া, দুঃখী প্রতিবেশীর বাটী অধিকার করিয়াছে। আমায় হস্তগত করিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দিল, কিন্তু, এই উৎকোচদান যে উহার পক্ষে যার পর নাই অনর্থক হইতেছে, তাহা বুদ্ধিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি উহাকে কিছু বলিব না, বিচারের দিন, এই উপলক্ষে উহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিব। এই স্থির করিয়া, তিনি পাঁচ শত টাকার তোড়াটি রাখিয়া দিলেন।

বিচারের দিন ঐ দুঃখী ব্যক্তি, বিচারপতির নিকট বাটীর দলীল দাখিল করিলেন, কিন্তু অর্থবল নাই, এজন্য ঐ দলীলের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একটি সাক্ষীরও যোগাড় করিতে পারিলেন না। এদিকে তদীয় প্রতিপক্ষ, বহুসংখ্যক সাক্ষী দ্বারা ঐ দলীল কৃত্রিম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বিচারপতিকে বলিলেন, যদি এ বাটী উহার হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ একজনও উহার পক্ষে সাক্ষী দিতে আসিত। যখন উহার একটিও সাক্ষী নাই, তখন এ বাটী আমার বলিয়া বিচারালয়ে অভিযোগ করা কতদূর অন্যায় হইয়াছে, ধর্ম্মাবতার তাহার বিচার করুন।

এই কথা শুনিয়া বিচারপতি বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, ও ব্যক্তি আপন অধিকার সম্প্রমাণ করিবার নিমিত্ত একটিও সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু, আমি উহার পক্ষে অন্ততঃ পাঁচশত সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারি। এই বলিয়া, তিনি প্রতিবাদীর দত্ত পাঁচশত টাকা বহিষ্কৃত করিলেন, এবং বলিলেন, ও ব্যক্তি যে ঐ বাটীর যথার্থ অধিকারী, এই পাঁচশত টাকা তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এ বিষয়ে আমার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা বলিয়া, তিনি যথোচিত ভাষ্যসনা ও ঘণাপ্রদর্শন পূর্ব্বক টাকার তোড়াটি প্রতিবাদীর গায়ে ফেলিয়া দিলেন, এবং বাদী, বাটীর যথার্থ অধিকারী বলিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলেন।

## যেমন কর্ম তেমনই ফল

ডেনমার্কের রাজধানী কোপনহেগ্ন নগরে ক্রিষ্টিয়ন্ টুল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ক্রিস্টোফর বোজন্ ফ্রেন্জ্ নামে আর এক ব্যক্তি ঐ নগরে বাস করিতেন। ক্রিষ্টিয়ন্ টুলের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে বলিলেন, কিছুদিন পূর্বে তোমরা স্ত্রীপুরুষে আমার নিকট যে দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছ, তাহার পরিশোধ কর। ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, আমরা কখনও আপনার নিকট টাকা ধার করি নাই, আপনি ওরূপ কথা বলিতেছেন কেন? তখন তিনি ঐ স্ত্রীলোকের ও তদীয় স্বামীর স্বাক্ষরিত খত দেখাইলেন। খত দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, এ খত জাল, আমি কখনও এ খতে নাম স্বাক্ষরিত করি নাই।

বোজন্ ফ্রেন্জ্, টাকা আদায়ের জন্য ঐ স্ত্রীলোকের নামে নালিশ করিলেন। বিচারপতি, ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশপ্রদান করিলেন। স্ত্রীলোক, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে ডেনমার্কের অধীশ্বর চতুর্থ ক্রিষ্টিয়নের নিকট আবেদন করিলেন, মহারাজ, আমরা কখনও অমুকের নিকট টাকা ধার করি নাই; তিনি জাল খত প্রস্তুত করিয়া, আদালতে আমার নামে নালিশ করেন। ঐ খত দেখিয়া, বিচারপতি আমার প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশ দিয়াছেন। আমি মহারাজের নিকট ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, আমরা উহার নিকট কস্মিন্ কালেও টাকা ধার করি নাই। মহারাজ, দয়া করিয়া এই বিষয়ের বিচার না করিলে, আমি এ জন্মের মত উচ্ছিন্ন হই।

আবেদনপত্র পড়িয়া রাজা অস্বীকার করিলেন, আমি এ বিষয়ের যথোচিত বিচার করিব। অনন্তর তিনি বোজন্ ফ্রেন্জ্কে আপন নিকটে আনাইলেন। এ বিষয় তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজা বুঝিতে পারিলেন, এ দেনা বাস্তবিক নহে। তখন তিনি তাঁহাকে ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। সে ব্যক্তি বলিলেন, মহারাজ, উহারা খত লিখিয়া দিয়া টাকা লইয়াছে; আমি এ টাকা কোনও মতে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। রাজা, তাঁহার নিকট হইতে খতখানি লইলেন, এবং বলিলেন, তুমি এক্ষণে এখান হইতে যাও, আমি শীঘ্রই তোমার খত ফিরাইয়া দিব।

এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া, রাজা একাকী সেই খতের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধান ও অনুধাবনের পর তিনি দেখিতে পাইলেন, যে কাগজে খত লিখিত হইয়াছে, ঐ কাগজ যে কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছিল, ঐ কারখানা, খতের তারিখের অনেক দিন পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। অনন্তর সবিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা উহাই যথার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অতঃপর বোজন্ ফ্রেন্জ্, জাল খত প্রস্তুত করিয়াছেন, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই বিষয় গোপন রাখিয়া, রাজা কতিপয়

দিনের পর, বোজন্ ফ্রেন্জ্কে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, আমি পুনরায় তোমায় সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তুমি এই অনাথা বিধবার উপর দয়াপ্রকাশ কর, যদি না কর, জগদীশ্বর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং তোমাকে যথোপযুক্ত দণ্ড দিবেন। বোজন্ ফ্রেন্জ্ বলিলেন, না মহারাজ, আমি এ বিষয়ে কোনও ক্রমে ক্ষান্ত হইতে পারিব না। বলিতে কি, মহারাজ, আমার পক্ষে বিলক্ষণ অবিচার হইতেছে। রাজা বলিলেন, এ বিষয়ের বিবেচনার নিমিত্ত তোমায় এক সপ্তাহ সময় দিতেছি, বিবেচনা করিয়া যাহা স্থির হইবে, এক সপ্তাহ পরে আমায় জানাইবে।

এই বলিয়া সে দিন রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সপ্তাহ অতীত হইলে, সে ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, মহারাজ, আপনকার আদেশ অনুসারে সবিশেষ বিবেচনা ও আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলাম, এ টাকা না পাইলে আমার পক্ষে বড় অন্যায় হয়। আমি টাকা ছাড়িয়া দিতে পারিব না। এ বিষয়ে আপনকার অনুরোধরক্ষা ও আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে পারিতেছি না; তজ্জন্য আমার যে অপরাধ হইতেছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জ্জনা করিবেন।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজার কোপানল বিলক্ষণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অবরুদ্ধ ও কারাগারে নিষ্কিন্ত করিলেন। অনন্তর নির্দ্ধারিত দিবসে জালখতেব বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিচারপূর্ব্বক সেই খত জাল, ইহা সর্ব্বসমক্ষে সপ্রমাণ করিয়া, তিনি ঐ দুবাস্মার যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন, এবং সেই বিধবাকে ঋণদায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন।



## পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবৎসল্য

ইংলও দেশে গ্লেনবিল্ নামে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্থায়ী সম্পত্তির অধিকারী করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন এবং অবশেষে অবধারিত জানিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দুচরিত্র হইয়াছেন। তখন তিনি এই বিবেচনা করিলেন, এরূপ দুচরিত্রকে বিষয়ের অধিকারী করা কোনও মতে উচিত হইতেছে না, করিলে, অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত বিষয় নষ্ট হইবে। এজন্য তিনি স্থির করিলেন, কোনও আত্মীয় দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একবার সতর্ক করা আবশ্যিক। তদনুসারে এক আত্মীয় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, তোমার পিতা তোমায় সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার চরিত্রদোষ দর্শনে, এক্ষণে আর তাঁহার সেরূপ অভিপ্রায় নাই। যদি অল্প দিনের মধ্যে তোমার চরিত্রে সংশোধন না হয়, তাহা হইলে তিনি তোমায় বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। অতএব যাহাতে তোমার চরিত্র অবিলম্বে সংশোধিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন ও যত্নবান হও, নতুবা বিষয়প্রাপ্তির আশায় বিসর্জজন দাও।

এইরূপে সতর্ক করিলেও তাহার চরিত্রের সংশোধন হইল না। তখন গ্লেনবিল্, কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকেই বিষয়ের অধিকারী করিবেন, চরিত্রের সংশোধন না হইলে, তিনি তাহা করিবেন না, ইহা কেবল ভয়প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি জানিতে পারিলেন, পিতা কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি আমি অসৎপথবর্তী না হইতাম, সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। পিতা আমায় সতর্ক করিয়াছিলেন, তথাপি আমার জ্ঞানের উদয় হইল না। আমি পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়াছি, ইহাতে আর কাহারও দোষ নাই, আমারই সম্পূর্ণ দোষ। এইরূপে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই তদীয় চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইল।

কনিষ্ঠ সাতিশয় পিতৃভক্ত ও নিরতিশয় ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ, চরিত্রদোষবশতঃ পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য অতিশয় মনস্তাপ পাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ বঞ্চিত হওয়াতে, তিনি সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সুখী ও আহ্লাদিত হয়েন নাই। অনন্তর যখন দেখিলেন, জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে, তখন তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি পিতার জীবদ্দশায় ইহাব চরিত্রের এরূপ সংশোধন হইত; অথবা পিতা এখন

পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন, এবং ইহার চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ ইহাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন। ইহাকে সমস্ত বিষয়ে অধিকারী করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল। সেই চিরন্তন বাসনা পূর্ণ না হওয়াতে, তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব যাহাতে ইহার মনোদুঃখ দূরীভূত ও পিতার মনস্কাম পূর্ণ হইতে পারে, একরূপ কোনও ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক।

এইরূপ আলোচনা করিয়া, একদিন কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয় আত্মীয়কে আহ্বান করাইবার উদ্যোগ করিলেন। সকলের আহ্বান সমাপ্ত হইলে, জ্যেষ্ঠের সম্মুখে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। তিনি মনে করিলেন, আর কোনও আহ্বানদ্রব্য উপস্থিত হইল। পাত্রের আবরণ অপসারিত করিয়া, তিনি তাহাতে আহ্বানদ্রব্যের পরিবর্তে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন। উপস্থিত আত্মীয়বর্গ কৌতুহল-পরতস্ত হইয়া, ঐ কাগজখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে, সকলে সাতিশয় চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগ সহকারে কনিষ্ঠকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ কাগজখানি দানপত্র। উহার মর্ম্ম এই—পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিবেন, এই সংকল্প করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের চরিত্রদোষ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তিনি এক আত্মীয় দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, চরিত্র সংশোধিত না হইলে, তিনি তাঁহাকে বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তদীয় চরিত্র সংশোধিত হয় নাই। এজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমায় স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে। যদি পিতৃদেব এখন পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন, জ্যেষ্ঠকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন, এবং জনসমাজে নিরতিশয় অনাদরণীয় ও উপহাস্যসম্পদ হইয়াছেন। অতএব, পিতৃদেবের অভিপ্রায়সম্পাদন ও জ্যেষ্ঠের মনোবেদনা নিবারণের নিমিত্ত পিতৃদত্ত সমস্ত সম্পত্তি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, আহ্বাদিত চিত্তে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিলাম। অদ্য অবধি তিনি পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

সংসারে একরূপ নিঃস্পৃহ, একরূপ পিতৃভক্ত, একরূপ ভ্রাতৃবৎসল নিতান্ত বিরল।

---

সম্পূর্ণ